



জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagaranonline.com

JAGARAN ■ 03 October 2021 ■ আগরতলা ০৩ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ১৭ অক্টোবর ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা



শনিবার নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয় গান্ধীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন গান্ধী জয়ন্তীতে। ছবি-পিআইবি।

পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে ডেইনে মিলল সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় ডেইন থেকে সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থার পাপের বোঝা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। শনিবার রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে সরকার নার্সিংহোমের উল্টো দিকের একটি গলিতে ড্রেন থেকে এক সদ্যোজাত শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এটি সভ্য সমাজের কলঙ্কের ফসল বলে অনেকেই অভিমত্য ব্যক্ত করেছেন। নবজাতকের মৃতদেহ ডেইনএর মধ্য থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ। তবে কে বা কারা এ ধরনের কাজ করেছে তা এখনও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কুমারঘাট সংযোজনঃ কুমারঘাট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্রাঞ্চার কাছে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কুমারঘাট থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। মৃত ব্যক্তির নাম বিবেক দাস। কিভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা এখনও পুলিশ জানাতে পারেনি।

প্রধান শিক্ষকের উদাসীনতায় সূতারমুড়া স্কুলের অব্যবস্থা, অভিযোগের সত্যতা স্বীকার এসএমসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর। প্রধান শিক্ষকের দূর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় বেহাল দশায় পরিণত সূতারমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়। হেলদোলে নেই শিক্ষা দপ্তর। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। শিক্ষক সমাজের মেরদণ্ড এবং একটি দেশের উন্নতির হাতিয়ার। আমাদের পাহাড়ি রাজ্য ছোট্রি ত্রিপুরার বুকে বেশির ভাগ দরিদ্র অংশের মানুষের বসবাস হওয়ায় শিক্ষার তাগিদে বেশির ভাগ শিশু সরকারী স্কুলে ছুটে। একশের হোক বা যৌবন প্রত্যেকটা স্তরে সরকারী বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীরা আকাশ ছুঁয়ার স্বপ্ন দেখে। চড়িলাম বিধানসভার অন্তর্গত সূতারমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শংকর দেবনাথ এর দূর্নীতি মূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বেহাল অবস্থায় পরিণত ওই বিদ্যালয়টি।

দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের ওই প্রধান শিক্ষক শংকর দেবনাথ এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে আসছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সাংবাদিকরা

শনিবার সূতারমুড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলে ওই বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষকরা শিক্ষকের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। অভিযোগ ওই শিক্ষক শংকর দেবনাথ নিজের মজি মার্কি বিদ্যালয়ে আসেন। ওই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখিয়ে নিজের ইচ্ছে মত ওই বিদ্যালয়কে পরিচালনা করছেন।

যার ফলে ওই বিদ্যালয় বর্তমানে একপ্রকার বেহাল অবস্থায় পরিণত। অভিযোগ ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর দেবনাথের বাড়ির নিকট ওই বিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞান শিক্ষকের বাড়ি। জানা যায় ওই বিজ্ঞান শিক্ষকের বাহিকে চড়ে প্রধান শিক্ষক শংকর দেবনাথ বিদ্যালয়ে যাতায়াত সহ, উক্ত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিশিয়াল মিটিং -এ যাওয়ার জন্য ওই বিজ্ঞান শিক্ষকের বাহিক ব্যবহার করছেন দিনের পর দিন। তবে শুধু এখানেই থেমে নেই, ওই প্রধান শিক্ষক শংকর দেবনাথের কর্মকাণ্ড।

৩৬ এর পাতায় দেখুন

রাজপথে দুই যুবতীকে উত্যক্ত করায় আটক বিএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর। সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানদের একাংশের মধ্যে চারিত্রিক অধপতন ঘটছে। সেই সাথে অপরাধ প্রবণতাও বাড়ছে। প্রায়শই সংবাদের শিরোনামে উঠে আসছে নানা জায়গায় বিএসএফের একাংশের কুকীর্তি। রাজধানী আগরতলা শহরে দুই কলেজপুড়িয়া ছাত্রীকে উত্যক্ত করার দায়ে আটক করা হয়েছে সিভিল পোশাক পরিহিত এক বিএসএফ জওয়ান। জনরোষ থেকে বাঁচতে পালিয়ে গিয়েছে আরও দুজন। সংবাদে প্রকাশ শনিবার সন্ধ্যায় রাধানগর এলাকা থেকে একটি টমটমে উঠেই দুই কলেজপুড়িয়া ছাত্রী। তাদের পিছু নেয় আরও একটি টমটম। ওই টমটমে তিন যুবক ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল যে তারা বিএসএফের জওয়ান। এই জওয়ানরা নানা ধরনের অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করছিল ওই দুই যুবতীকে লক্ষ্য করে। এমনকি তারা সেই টমটমে আসছিল ঠিক তার পিছনে পিছনে বিএসএফের জওয়ানদের টমটমটিও যাচ্ছিল। কখনও ওভারটেক করে সামনে গিয়ে কটুক্তি করছে তো কখন পিছন পিছন ফলো করতে থাকে। এই জওয়ানদের কুমতলব আশ্লাজ করতে পেরে

৩৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় তৃণমূলের পার্টি অফিসে ত্রিপুরার বিজেপি বিধায়ক আশিশ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর। কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেস একটি পার্টি অফিসে রাজ্যের সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক আশিশ দাসের যাওয়া আসার ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি রীতিমতো তোলপাড়। খবর রটে গিয়েছে বিজেপি বিধায়ক আশিশ দাস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। আগামীকাল তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের সাথে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এই ধরনের খবর ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যের কোণায় কোণায়।

এই ব্যাপারে বিধায়ক আশিশ দাসের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসে গিয়েছেন সেটা সত্য কথা। তবে তিনি তৃণমূলে যোগদান করছেন বলে যে খবর রটেছে সেটা গুজব বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছে, তাঁর এক পরিচিত হাকিম জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই তাঁকে ওই তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিতে নিয়ে। দল বদলের মতো কোন পরিকল্পনা এখনও পর্যন্ত নেই।

প্রসঙ্গত, বিধায়ক আশিশ দাস গত প্রায় একবছর যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্বদলীয়দের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহাচার করে চলেছেন। তিনি সম্প্রতি রাজ্যে আইনের শাসন নেই বলেও মন্তব্য করেছেন। বিজেপির বিরোধী বিধায়কদের মধ্যে আশিশ দাস অন্যতম বলে পরিচিতি।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যে গান্ধীজয়ন্তী উদ্‌যাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর। যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ ত্রিপুরায় গান্ধীজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে। সকালে আগরতলার গান্ধীঘাটে জাতির জনক মহাশয় গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়েছে। সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে গান্ধীঘাট শহিদবেদি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর গান্ধীবৈদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তফশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী ভগবানচন্দ্র দাস। এর পর গান্ধীবৈদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা, অতিরিক্ত মহকুমাশাসক বিনয়ভূষণ দাস, শংকর মঠ গীতা আশ্রমের শ্রীমৎ বিশ্বেশ্বরানন্দ মহারাজ, ইমাম বিলাল আহমেদ, সমাজসেবী তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ও বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ।

শ্রদ্ধাঞ্জলিপনের পর তফশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী ভগবানচন্দ্র দাস সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বলেন, গান্ধীজি এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি আমাদের কাছে চিরকাল আদর্শ ব্যক্তি ও পথনির্দেশক হয়ে থাকবেন। তিনি বলেন, গান্ধীজি স্বচ্ছ ভারত নির্মাণ ও

গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। গান্ধীজির এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এছাড়া রামধুন, গীতা ও কোরান পাঠ করা হয়েছে।

এদিকে এদিন সকালে তফশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী ভগবানচন্দ্র দাস সার্কিট হাউস সংলগ্ন মহাশয় গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা এবং অতিরিক্ত মহকুমাশাসক বিনয়ভূষণ দাস।

তথ্য ৩৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানীয়ায় উদ্ধার গৃহবধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ, কৈলাসহরে নিখোঁজ মহিলা ল্যাব ট্যাকনিশায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা তো ঘটেছেই তার সাথে খুন, ধর্ষণ, অপহরণের মতো ঘটনাও ঘটেই চলেছে। শুক্রবার রাতে জিরানীয়ার করিবন এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর এক তরুণী গৃহবধূর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। অন্যদিকে, উনেকোটি জেলা হাসপাতালের মহিলা ল্যাব টেকনিশিয়ান কর্মস্থলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়ে যান। নিখোঁজের ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন পরিবারের লোকজন।

সংবাদে প্রকাশ, শুক্রবার রাতে জিরানীয়ার করিবন এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় এক তরুণী গৃহবধূর মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয় জনগণ। সাথে সাথেই খবর দেয়া হয় জিরানীয়া থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মৃত্যুর গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাছাড়াও শরীরের একাধিক স্থানে আঘাত রয়েছে এবং প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়েছে। এলাকা লোকজনের অনুমান ওই তরুণী গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে কোনও জায়গায় খুন করা হয়েছে। তারপর মৃতদেহ নিয়ে এসে এখানে কোন গাড়ি থেকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে। যাতে বোঝানো যায় ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে দূর্ঘটনায়। তবে ওই গৃহবধূর বাড়ি কোথায় তা জানা আমাদের কাছে চিরকাল আদর্শ

এদিকে, উনেকোটি জেলা হাসপাতালের ল্যাব টেকনিশিয়ান নিখোঁজ হবার পর তিন দিন অতিক্রান্ত হলেও তার কোন সন্ধান মিলেনি। পরিবারের পক্ষ

থেকে কৈলাসহরের মহিলা থানায় লিখিত নিখোঁজ ডায়েরি করার হয়। কৈলাশহর এর ল্যাব টেকনিশিয়ান যুবতী নিখোঁজ হওয়ার তিনদিন অতিক্রান্ত হবার পরও মহিলা থানার পুলিশ কর্মীদের কোনো ধরনের হেলদোল নেই। পুলিশের হেলদোল না থাকায় মহিলা থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কৈলাসহরের শ্রীরামপুর এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা অখিল দেবনাথের ছবিবিশ বছরের মেয়ে মান্‌সী দেবনাথ কৈলাসহরের উনেকোটি জেলা হাসপাতালের কোভিড টেস্টিং সেন্টারে ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে অনিয়মিত কর্মী হিসেবে কাজ যোগ দিয়েছিল। অন্যান্য দিনের মতো গত ত্রিশ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ নিজ বাড়ি থেকে জেলা হাসপাতালে কাজে যাবার জন্য বের হয়েছিল।

কিন্তু, বিকলে মান্‌সী বাড়িতে না আসায় বাড়ির লোকজন মান্‌সীর মোবাইলে ফোন করে দেখতে পায় মান্‌সীর মোবাইল সুচক অফ। সংগে সংগে মান্‌সীর বাড়ির লোকজন জেলা হাসপাতালে গিয়ে খবর নিয়ে জানতে পারে যে, মান্‌সী ত্রিশ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বের হয়ে জেলা হাসপাতালে যায়নি। এরপর বাড়ির লোকজন সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের ফোন করে না পেয়ে মান্‌সীর বন্ধু বান্ধবীর মোবাইলেও ফোন করে কোনো ধরনের খবর না পেয়ে মান্‌সীর বড় ভাই রাহুল দেবনাথ কৈলাসহরের মহিলা থানায় লিখিত নিখোঁজ ডায়েরি করে। মান্‌সীর কয়েকটি ছবিও মহিলা থানায় জমা দেয়। নিখোঁজ হলেও তার কোন সন্ধান মিলেনি। পরিবারের পক্ষ

মান্‌সীর বড় ভাই রাহুল ৩৬ এর পাতায় দেখুন

আজ বঙ্গের তিন কেন্দ্রের ভোটগণনা ভবানীপুরের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হিস)। ভোট শেষ, শুরু কাউন্টডাউন। কড়া নিরাপত্তায় ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচন এবং সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুুর আসনে নির্বাচন হয়েছে। আগামীকাল ৩ অক্টোবর ওই তিন কেন্দ্রের ভোট গণনা।

তবে তিন কেন্দ্রের মধ্যে সবার নজর থাকবে ভবানীপুরের দিকে। যে কেন্দ্রের প্রার্থী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনির্বাচনে তাঁর জয় নিয়ে দশো শতাংশ নিশ্চিত তৃণমূল নেতৃত্ব। ভোটের দিন ফিরহাদ হাকিম জানিয়ে দিয়েছিলেন, দিদি এবার ৫০ হাজারের বেশি ভোটে জিতবে। ফল প্রকাশের পর সবুজ আবার উড়িয়ে রাস্তায় জয়েজয়ে ব্যাকুল তৃণমূল কর্মীরা।

তবে গণনাকেন্দ্রের বাইরে কোনও রাজনৈতিক দলের জমায়েরত অনুমতি নেই। একে তো কারোনা, তার উপর রাজনৈতিক সংঘর্ষের আশঙ্কা। সেই জন্য গণনাকেন্দ্রের বাইরে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে বলে আগেই জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। অর্থাৎ গণনাকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে পাঁচজনের বেশি যেতে

৩৬ এর পাতায় দেখুন

মধুপুরে ফাঁসিতে আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ অক্টোবর। আরও এক মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা। এবারে মধুপুর থানার অধীন অরবিদ্যনগর গ্রামে। মৃত্যুর নাম সূর্যবান বেগম। তিনি নিজ বাড়িতেই ঘরের মধ্যে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন।

সংবাদ সূত্রে, জানা গিয়েছে ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। ৪৫ বছর বয়সী ও মহিলা শনিবার সকাল পাঁচটা নাগাদ নিজের ঘরেই দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন। যদিও পরিবারের লোকজন ফাঁসি থেকে মহিলাকে নামিয়ে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, ৩৬ এর পাতায় দেখুন

গুণমানই প্রকৃত পুরস্কার

নিশ্চিতের প্রতীক

সিস্টার

সর্বশ্রেষ্ঠ গুঁড়া মশলা

স্বাদে গুণমানে প্রতি ঘরে ঘরে



এসবিআই অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী শূশান্ত চৌধুরী। ছবিঃ নিজস্ব।

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ, স্বরূপনগরে ধৃত পাঁচ বাংলাদেশি

স্বরূপনগর, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ হাকিমপুর সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত পাঁচ বাংলাদেশি বিএসএফ আটক করেছে ভারতীয় দালালকেও ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোরে।

এদিন ভোরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে অবৈধভাবে এ দেশে প্রবেশ করে চার মহিলা, এক শিশু। সেই সময় ১১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা রুটিন পাহারায় ছিলেন। সেই সময় পাঁচজন বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই বাংলাদেশ থেকে এদেশে ঢুকে পড়েন। সঙ্গে একজন ভারতীয়ও ছিলেন। সেই সময়ই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের হাতেনাতে পাকড়াও করে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, ওই যুবক দালাল। উত্তর ২৪ পরগনা এলাকার গোবরডাঙা থানা এলাকার বাসিন্দা। তাঁর সহযোগিতাতেই এই অনুপ্রবেশ হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। বাংলাদেশি ধৃণ্ডের প্রত্যেকের বাড়ি যশোর জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায়। সকলকেই স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর পিছনে অন্য কোনও বড় দালাল চক্র রয়েছে কি না সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রত্যেককেই স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধৃণ্ডদের শনিবারই আদালতে তোলা হবে। হিন্দুান সমাচার / সোনালি

রাজনীতি থেকে সন্ম্যাস নিচ্ছেন দুতার্ভে, মেয়েকে সুযোগ দিতেই এই সিদ্ধান্ত

ম্যানিলা, ২ অক্টোবর (হি.স.) : রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট রডরিগো দুতার্ভে। মেয়ে সারা দুতার্ভেকে দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ করে দিতেই রাজনীতি থেকে সন্ম্যাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার দুতার্ভে জানিয়েছেন, ২০২২ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দিতা করবেন না তিনি। অবসর নেনেন রাজনীতি থেকে। তিনি আরও জানান, ফিলিপিনাদের অনুভূতি হল এই যে আমি যোগ্য নই এবং আইন, সংবিধানের চতনানকে ছিন্ন করা সংবিধানের লঙ্ঘন হবে। আমি রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ঘোষণা করছি। তবে, ঠিক করে রাজনীতি ছাড়বেন সে বিষয়ে পরিস্কার করে কিছু জানাননি দুতার্ভে। মনে করা হচ্ছে, মেয়ে সারা দুতার্ভেকে দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ করে দিতেই রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রডরিগো দুতার্ভে।

ভারতে ৯০-কোটির উর্ধে টিকাকরণ, উচ্ছ্বসিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা-টিকাকরণের মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে সমগ্র দেশে ৯০-কোটির বেশি প্রাপককে ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুরে টুইটে খুশি প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য জানিয়েছেন, করোনা-ভ্যাকসিনের ৯০-কোটির মাইলফলক ছাড়িয়ে গেল ভারত। টুইটে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সংযোজন, শাস্ত্রিজি "জয় জওয়ান-জয় কিসানের" স্লোগান দিয়েছিলেন। অটলজি "জয় বিজ্ঞান" যুক্ত করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি "জয় অনুসন্ধান"-এর স্লোগান দিয়েছিলেন। অনুসন্ধানেরই পরিণাম এই করোনা ভ্যাকসিন।" হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী তাজদর বাবর, রাহুল-সহ অনেকেই শোকসুন্দর

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : প্রয়াত হলেন দিল্লি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী তাজদর বাবর। শনিবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লির একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে বিগ ১৫-২০ দিন দিল্লির মালব্য নগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন এই কংগ্রেস নেত্রী। শনিবার সকালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন মেয়র ফরহাদ সুরির মা হলেন তাজদর বাবর। এদিন তাঁর মরহুম রাধা কাকর নিজামুদ্দিন পূর্বের কমিউনিটি বিস্তৃণ্ণয়ে। সেখানেই তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়। দিল্লির বিধায়কও ছিলেন তাজদর বাবার। তাঁর প্রাণে শোকপ্রকাশ করেছেন রাহুল গান্ধী-সহ অনেক কংগ্রেস নেতা। রাহুল টুইট করে শোকবার্তায় জানিয়েছেন, তাজদর বাবরজির পরিবারকে সমবেদনা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কোভিশিল্ড-এর প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৭৬ তম সাধারণ সভার সভাপতি

জেনেভা, ২ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতে উৎপাদিত কোভিশিল্ড টিকার প্রশংসা করলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভার ৭৬ তম অধিবেশনের সভাপতি আবদুল্লা শাহিদ। তিনি বলেন, ""ভারতে উৎপাদিত কোভিশিল্ডের জোড়া ডোজ নিয়েছি।" ব্রিটিশ-সুইডিশ ওষুধ উৎপাদনকারী সংস্থা অ্যাস্ট্রাজেনকা ও ভারতের

সেরাম ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে তৈরি হয়েছে কোভিশিল্ড টিকা। কোভিশিল্ড নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটেনে। তা নিয়ে টানাপোড়েন এখনও অব্যাহত। এই অবস্থায় টিকার স্বীকৃতিদান নিয়ে একটি প্রশ্নে শাহিদ বলেন,""আমি ভারতের কোভিশিল্ড টিকার দু'টি ডোজ নিয়েছি। কোভিশিল্ডের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোন দেশ কী

গান্ধীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেশের, বিশ্বের বৃহত্তম খাদি জাতীয় পতাকা স্থাপিত লেহ-তে

লেহ, ২ অক্টোবর (হি.স.) : জন্মজয়ন্তীতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেশের। শনিবার গান্ধীজির ১৫২ তম জন্মজয়ন্তী। এদিন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ শহরে স্থাপিত করা হল বিশ্বের বৃহত্তম খাদি জাতীয় পতাকা। জাতীয় পতাকা স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর আর কে মাথুর এবং সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নরবণে। বিশ্বের বৃহত্তম এই খাদি জাতীয় পতাকা ২২৫ ফুট লম্বা এবং ১৫০ ফুট চওড়া। এই খাদি জাতীয় পতাকার ওজন ১০০০ কিলোগ্রাম। এদিন জাতীয় পতাকা স্থাপনের পর ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে স্যালুট জানানো হয়। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দক্ষিণে রোদ বলমলে আকাশ, আগামী ২৪ ঘন্টা বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরবঙ্গে

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.) : বিগত ২৪ ঘন্টা বৃষ্টির দেখা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। দক্ষিণের প্রায় সমস্ত জেলাতেই রোদ বলমলে আকাশ। এমতাবস্থায় উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিঙ্গং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। পাশাপাশি মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে।

বিগত কিছু দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টির জেরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এখন বন্যা পরিস্থিতি। বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেও এক লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি। ডিভিসির ছাড়া জলে নতুন করে প্রাণিত হল আমতা ২ নং রকের বিনোলাকৃষবাটি ও থলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রশাসনের আশঙ্কা একধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা প্রাণিত হতে পারে। ভাগীরথী নদী থেকে কাটোয়া শহরে জল ঢুকছে। আতঙ্কিত নদী পাড়ের বাসিন্দারা। রাত থেকেই ভাগীরথীর কুল ছাপিয়ে কাটোয়া শহরের শশানঘাট এলাকাতেও জল ঢুকছে। জানা গিয়েছে, অজয় নদের জল বাড়ার জন্যই এমন বিপত্তি। ডিভিসির ছাড়া জলে আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা এবং তারেকেশ্বরের বিস্তীর্ণ এলাকা ইতিমধ্যেই প্রাণিত। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও, উত্তরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

রাশিয়ার দু’টি ট্রেনের সংঘর্ষ, সৌভাগ্যবশত কেউ আহত হননি

মস্কো, ২ অক্টোবর (হি.স.) : রাশিয়ার পেনজা অঞ্চলে সংঘর্ষ হল দু’টি ট্রেনের মধ্যে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী শনিবার সকালে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন ও কার্গো ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এই রেল দুর্ঘটনায় সৌভাগ্যবশত কেউ আহত হননি। শনিবার সকাল (স্থানীয় সময়) ৫.৪০ মিনিট নাগাদ গোল্টসোভকা স্টেশনের কাছে একটি রেল ক্রসিংয়ে দু’টি ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। যাত্রীবাহী ট্রেনে মোট ৩৩৬ জন যাত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৩৪টি শিশু। যাত্রীবাহী ট্রেনটি এডলরের র‍্যাক সি রিসোর্ট থেকে সার্বিয়ার শহর তোমস্ক অভিমুখে যাচ্ছিল। সংঘর্ষের জেরে যাত্রীবাহী ট্রেনের তিনটি বগি ও লোকোমোটিভ লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রেললাইন। তবে কেউ আহত হননি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গান্ধীজির স্বদেশী ও স্বরাজের চিন্তাধারা সর্বদা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে জন্মজয়ন্তীতে প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানানেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার সকালে টুইট-বার্তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, মহাত্মা গান্ধীর বিরাট জীবন ছিল ধারাবাহিক রাষ্ট্র যজ্ঞের মতো, যা সমগ্র বিশ্বকে শান্তি ও অহিংসার পথে চলাতে অনুপ্রাণিত করেছিল। গান্ধীজির স্বদেশী, স্বভাষা ও স্বরাজের চিন্তাধারা সর্বদা দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করবে। গান্ধী জয়ন্তীতে তাঁকে প্রণাম। শনিবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীরও জন্মজয়ন্তী। টুইট-বার্তায় লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অমিত শাহ লিখেছেন, "ভারতরত্ন লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে প্রণাম। কঠিন সময়ে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর সরলতা, সততা এবং দেশপ্রেম বন্দনীয়।"

পথগায়েত কর্মীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা গ্রহনের নির্দেশ বিডিওর

ভাঙড়, ২ অক্টোবর (হি. স.) : পঞ্চায়েত কর্মীদের সঙ্গে চা দোকানি এক ব্যক্তি‍র অভব্য আচরণ। মোবাইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। হেনস্থা করা হয় পঞ্চায়েতের মহিলা কর্মীদের। ঘটনার কথা জানতে পেরে পুলিশকে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভাঙড় ২ এর বিডিওর। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত চায়ের দোকানদার। শনিবার সকাল থেকে ভাঙড় ২ রুকের পোলেরহাট ১ থাম পঞ্চায়েতের কর্মীরা পোলেরহাট বাজার পরিদর্শন করেছিলেন। ভিআরপি কর্মী ফিরোজ আকরম ও সাদাম হোসেন মিন্দে, ভিসিটি কর্মী রেশমা খাতুন, টুকটুকি খাতুন, লক্ষী সর্দার এবং ভিএসটি কর্মী সিরাজুল ইসলাম খান ও সুবিদ আলি মোম্বারা বাজার ঘুরে দোকানদারদের বোঝাছিলেন প্রাস্টিক ও থার্মকৈলের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে। তাঁরা এদিন বিশেষ করে চায়ের দোকান গুলোতে যান। যত্রতত্র প্রাস্টিক, থার্মকৈল বা আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিন ব্যবহারের আবেদন করেন। পঞ্চায়েত কর্মীদের আবেদন শুনে চা দোকানিরা ডাস্টবিন ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যদিকে পোলেরহাট পঞ্চায়েত অফিসের সামনে অবস্থিত রবিউল ইসলাম মোম্বা নামের এক চা দোকানি তা ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। উল্টে সে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে পঞ্চায়েত কর্মীদের। মারতে উদ্যত হয়। প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেয় সে। এমনকি মহিলা কর্মীদের উপর

চড়াও হয়ে তাঁদেরকে মারধোর করে বলে অভিযোগ। রবিউল ইসলাম ফোন করে তার ভাই বাপি মোম্বাকে ডাকে। অবভা আচরণের ছবি তুলতে গেলে বাপি মোম্বা পঞ্চায়েত কর্মী সাদাম হোসেন মিন্দেও রেশমা খাতুনের মোবাইল ফোন কেড়ে নিতে উদ্যত হয়। সে ও পঞ্চায়েত কর্মীদের শাসাতে থাকে। নানা রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে সে। ঘটনার বিরণ তুলে ধরে ভাঙড় ২ রুকেরবিডিও কার্তিক চন্দ্র রায়কে ফোন করেন পঞ্চায়েত কর্মীরা। তাঁর কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন, এমন ফোন পেয়েই তিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন পুলিশকে। খবর পেয়েই স্থানীয় কাশিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। তার আগে অবশ্য ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায়

অভিযুক্ত রবিউল ইসলাম মোম্বা। অভিযুক্ত রবিউল ইসলামের নামে বিডিওর কাছে লিখিত দিয়ে নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন পঞ্চায়েত কর্মীরা। অভিযুক্তের খোঁজ করছে পুলিশ। দ্বায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হুমকির স্বীকার পঞ্চায়েত কর্মীরা ঘটনার পর যথেষ্ট আতঙ্কে রয়েছেন। তবে বিডিও কার্তিক চন্দ্র রায়ের ঘটনাকে কর্মীদের অভয় দিয়েছেন। তিনি অভিযুক্তকে কোন ভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে ঈশিয়ারি দিয়েছেন। পোলেরহাট ১ জিপির প্রধান রাজিয়া বিবিও আক্রান্ত পঞ্চায়েত কর্মীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আমার কর্মীদের সঙ্গে খারাপ আচরণ বরদাস্ত করা হবে না।” হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

কলকাতার বাজারে উদ্ধার ভেজাল গুঁড়ো দুধ ও কালোজিরা, গ্রেফতার ২

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.) : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতা ও নয়টি জেলা থেকে বিপুল পরিমাণে ভেজাল গুঁড়ো দুধ ও কালোজিরা উদ্ধার করল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। এই ভেজাল দ্রব্যগুলি স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। উদ্ধারের পর সেগুলিকে ফরেস্টিক ল্যাবে টেস্ট করতে পাঠান হয়েছিল। ভেজাল কালোজিরার পাচারের জন্য লক্ষীকান্ত শাহ নামের এক লরি ড্রাইভার ও ভেজাল গুঁড়ো দুধ

সেখানে দেখা যায় ইঁদুরের বিষ আর পোড়া মবিল দিয়ে এই কালোজিরা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে নদীয়ার কোথায় এই কালোজিরা তৈরি হচ্ছে আর কলকাতায় কাকে দেওয়া হত। পাশাপাশি এই ব্যবসার সঙ্গে কোন কোন সাপ্লায়ার যুক্ত রয়েছে সবটাই খতিয়ে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা। অন্যদিকে, কলকাতার বড় বাজার থেকে ভেজাল আমুল দুধ উদ্ধার করা হয়েছে।

ভেজাল আমুল দুধ ফরেনসিকে পাঠানো হলে দেখা যায় ভেজাল পাউডারের সঙ্গে আমুল গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল এই নকল গুঁড়ো দুধ। এমনকি আমুল গুঁড়োদুধের প্যাকেজিং তৈরি করা হয়েছে যাতে করে কোনোভাবেই বুঝতে না পারে এটা নকল আমুল দুধ। এছাড়া পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন আগামী দিনে ভেজাল রংখতে কলকাতা সহ ভেজাল জেলায় আরও বেশি করে তদ্রাশি চালানো হবে।

রাতের গুয়াহাটি, মদ্যপ যুবতীর বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত ৯ পূর্ত-শ্রমিক, সংকটজনক দুই

গুয়াহাটি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটির রাজপথে মধ্যরাত্রে জৈনক মাতাল যুবতীর বেপরোয়া দুরন্ত গাড়ির ধাক্কায় সাত্বে এলাকায় নিজে‍র ঘরের উদ্দেশ্যে। গাড়ি চালাচ্ছিলেন নিজে। মদ্যপ যুবতীর গাড়ি ছুটছিল দুরন্ত গতিতে। রক্ষণীগাঁও এলাকায় রাজপথে চলছিল সংস্কারের কাজ। তখন বেসামাল হয়ে গাড়িটি প্রটোকল ভঙ্গ করে গতকাল শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত মহানগরীর পঞ্চতারকা হোটেল তাজ ভিভান্টিয় চলছিল এক জন্মদিনের পার্টি। পার্টিতে আকর্ষ মধ্যপান

সঙ্গে আহতদের তুলে নিকটবর্তী গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে তাঁদের ভরতি করে শুরু হয় চিকিৎসা। তিনি বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় দিশপুর থানার ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশ দেখে মদ্যপ যুবতীর বেলেঙ্গাপনা লাগাম ছেড়ে যায়। বহুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে উত্তেঃ স্বরে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন যুবতী। শুরু করেন লক্ষবাক্প। তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে পড়ে পুলিশের। একসময় খানিকটা ক্রান্ত হয়ে পড়লে যুবতীকে নিয়ে আসা

হয় থানায়। পুলিশের অফিসার জানান, যুবতীটি ইতভন্ট মেনেজমেন্টের এক কর্মী। তাঁর গাড়ির ধাক্কায় পূর্ত দফতরের একটি গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে বিভিন্ন সূত্রের অভিযোগ, যুবতীটি বহু শীর্ষ আমলা-আধিকারিকের সঙ্গে গুঠ-বস করেন। এক আগেও মধ্যরাত্রে গুয়াহাটির রাজপথে দুর্ঘটনা সংঘটিত করেছেন তিনি। ওই সুওলির প্রমা, কোভিড প্রটোকল ভঙ্গ করে কী করে মধ্যরাত পর্যন্ত একটি হোটেল পার্টির অনুমতি পায়?

অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা, মামলার তদন্ত করতে আদালতের নির্দেশ কানে তুলছে না বাজারিছড়া পুলিশ, অভিযোগ

বাজারিছড়া (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে সুবিচারের আর্জি নিয়ে পুলিশের দুয়ারে বহুবার গিয়েছে ভুক্তভোগী পরিবার। পুলিশ তাঁদের কোনও অভিযোগ কানে না তোলায় পরিবারের সদস্য এবং গ্রামের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগর্ করিমগঞ্জে বিচারবিভাগীয় আদালতেও গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বাজারিছড়া থানা কর্তৃপক্ষকে অতি শিগগির নারীঘটিত মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়ে আদালত। কিন্তু রহস্যজনক কারণে আদালতের নির্দেশ অবমাননা করে উল্টো অভিযোগকারীদের মামলা তুলে নিতে চাপ দিচ্ছে পুলিশ, অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কানে তোলার হুমকি বিধায়কের।

হয়ে তারা বাজারিছড়া থানায় এ ব্যাপারে একটি অভিযোগনামা দায়ের করেন। কিন্তু, বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহা ভুক্তভোগী পরিবারকে ন্যায় দেওয়ার পরিবর্তে শাসানি দিতে থাকেন। থানা কর্তৃপক্ষ কোনও সন্দর্ধক পক্ষের না নেওয়ার বাধ্য হয়ে তাঁরা গত সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ করিমগঞ্জে মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতের

ওই মামলায় একই গ্রামের প্রয়াত জিন্নার আলির ছেলে সুলেমান উদ্দিনকে তাঁরা অভিযুক্ত করেন। নাজমার মা বলেন, গত বেশ কয়েকসাপ ধরে অভিযুক্ত সুলেমান তাঁর নাবালিকা মেয়েকে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে। পরবর্তীতে তাকে বিয়ে করার বলে একাধিকবার পরিবারের অজান্তে গোপনে শারীরিক সম্পর্কও গড়ে তুলে। এতে মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এখন অভিযুক্ত যুবক সুলেমান নাজমাকে বিয়ে না করে উল্টে প্রাণে মারার হুমকি দিচ্ছে। এমন-কি সুলেমান একবার নাজমাকে বিষ খাইয়ে প্রাণে মারারও চেষ্টা করে। তখন নাজমাকে বাজারিছড়ার মাকুন্দা প্রেসপিকাম জেনারেল হাসপিটালে ভরতি করা হয় এবং চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এদিকে আদালত যথাসময়ে এই মামলার নির্দি করে তদন্ত প্রক্রিয়া চালাতে জিডি করে বাজারিছড়া থানা কর্তৃপক্ষকে। আদালতের নির্দেশ পেয়ে ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া চালাতে নাগ্ধা পুলিশ পেটোল পোস্টে পাঠিয়ে দেন বাজারিছড়া

বাধ্য হবেন বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কৃষ্ণেন্দু পাল। বিধায়ক বলেন, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার নারীঘটিত যে কোনও অভিযোগ তাত্ক্ষণিকভাবে জিডি করতে সব থানা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ স্লোগানের বলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মারও অসমের পুলিশ প্রশাসনকে নড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, নারী সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ প্রথমে নথিভুক্ত করে তড়িৎগতিতে তার নিষ্পত্তি করতে হতে। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ যদি রাজ্যের গৃহ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করে তা-হলে দুর্ভোগের মুখে পড়তে হবে সংশ্লিষ্ট থানা কর্তৃপক্ষকে, সাফ বক্তব্য বিধায়ক পালের।

অন্যদিকে চাঞ্চল্যকর বিষয়টি প্রসঙ্গে বাজারিছড়া থানার ওসি মনুরঞ্জন সিনহার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আদালত থেকে প্রাপ্ত সত্যার মামলাটি থানায় নথিভুক্ত করে ভুক্তভোগী নাবালিকাকে পুলিশি হেফাজতে রেখে মেডিক্যাল চেকআপ করানো হয়েছে। এর পর আদালতে তার বহান নথিভুক্ত করে সমঝে দেওয়া হয়েছে বাপের বাড়িতে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযুক্ত যুবকটি বর্তমানে বহিঃ রাজ্যে আত্মগোপন করে থাকায় তাকে ধরতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে পুলিশের। তবে শীঘ্রই অভিযুক্ত যুবক সুলেমান উদ্দিনকে আটক করে গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন ওসি সিনহা।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কথা শরীর যেভাবে জানান দেয়



হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখা ছাড়াও দেহের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে দরকার ক্যালসিয়াম। সাধারণ মানুষকে ক্যালসিয়াম কেনো প্রয়োজন তা জানতে চাইলে এক বাক্যে বলবে, হাড়ের জন্য। আর তা বিন্দুমাত্র ভুল নয়। তবে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই খনিজ উপাদান। যেমন রক্ত জমাট বাঁধা, পেশির সংকোচন প্রসারণ এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি আছে, নাকি নেই- সেটা একজন মানুষ কীভাবে বুঝবে। তারও আগে জানা দরকার ক্যালসিয়াম শরীরে ঠিক কীভাবে কাজ করে। এই বিষয়ে ম্যানহাটনের সনদপ্রাপ্ত পুষ্টিবিদ এবং ‘সার্টিফায়েড ইনটিউটিভ ইটিং কাউন্সিলর’ রিটানি মোডাল ‘ওয়েলঅ্যান্ড ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, “নতুন অস্থিকোষ তৈরি করতে এবং হাড়ের র স্াস্থ্য বজায় রাখতে ক্যালসিয়াম চাই-ই চাই। বয়স যত বাড়তে থাকে শরীরে এই খনিজ উপাদানের গুরুত্ব আরও বাড়তে থাকে। আর ৯৯ শতাংশ ক্যালসিয়ামই জমা থাকে হাড়ে।” হাড়ের জন্য ক্যালসিয়ামের গুণগান করলেই শুধু হবে না, ভিটামিন ডি নিয়েও জানতে হবে। ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এই দুইয়ে মিলে তৈরি হয় শক্তিশালী একটা জুটি। যুক্তরাষ্ট্রের ‘ন্যাশনাল অস্টিওপোরোসিস ফাউন্ডেশন

(ওডিএস)’য়ের মতে, “ভিটামিন ডি’র কাজ হল শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে সাহায্য করা। আর সেখান থেকেই তৈরি হয় শক্তিশালী হাড়। মোডাল বলেন, “এছাড়াও ভিটামিন কে, ম্যাগনেসিয়াম আর পটাশিয়ামের সঙ্গে মিলেও হাড় শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে ক্যালসিয়াম।” যুক্তরাষ্ট্রের ‘অ্যাকাডেমি অফ নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটিকস’য়ের মতে, “১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের প্রতিদিন নূনতম ১০০০ মি.লি.গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। আর হাড় যেহেতু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হতে থাকে, সেহেতু নারীদের বয়স ৫০ পার হওয়ার পর আর পুরুষের বয়স ৭০ পার হওয়ার পর দৈনিক ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে হবে ১২০০ মি.লি.গ্রাম।” আরেকটা বিষয় যা মনে রাখতে হবে তা হল, ক্যালসিয়ামের ক্ষেত্রে বেশি মাত্রা মানেই ভালো নয়। যুক্তরাষ্ট্রের ‘ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হেলথ অফিস অফ ডায়েটারি সাল্পিমেন্টস (ওডিএস)’য়ের মতে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম গ্রহণ করলে শরীরের ক্যালসিয়াম শোষণের হার মারাত্মক হারে কমে যায়। ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্যানুসারে, “অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম শরীরের কোষে গিয়ে জমা হয়। আর সেই জমে যাওয়া ক্যালসিয়াম ডেকে

আনতে পারে বৃদ্ধে পাথর হওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদরোগ ইত্যাদির ঝুঁকি।” আর একারণে দৈনিক নূনতম মাত্রার পাশাপাশি দৈনিক ক্যালসিয়াম গ্রহণের সর্বোচ্চ মাত্রাও বেঁধে দেওয়া হয়।” ওডিস’র তথ্য অনুযায়ী, “১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের সর্বোচ্চ ক্যালসিয়াম গ্রহণের মাত্রা হবে ২৫০০ মি.লি.গ্রাম। এর বেশি বয়সের মানুষের জন্য দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা হবে ২০০০ মি.লি.গ্রাম।” ক্যালসিয়াম ঘাটতির লক্ষণ শরীর ঠিক কীভাবে ক্যালসিয়াম ব্যবহার করে সেটা বোঝা জরুরি। তবে দৈনিক চাহিদা পূরণ হল কি-না সেটা বোঝা বেশ জটিল। মোডাল বলেন, “রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয় শক্ত ভাবে। রক্তে শর্করার অভাব থাকলে হাড় থেকে ক্যালসিয়াম নিঃসরণ হয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করবে শরীর। এভাবেই শরীর তার অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের অজান্তেই। তবে দীর্ঘদিন ধরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি থাকলে উপসর্গ দেখা দিতে পারে।” ক্যালসিয়াম ঘাটতির লক্ষণগুলো হলো: - পেশিতে ব্যথা ও দুর্বলতা - অনিয়মিত হৃদস্পন্দন - আঙ্গুলে অসাড়তা, ঝিনঝিন অনুভূতি হওয়া - স্মৃতিশক্তি হারানো বা মতিভ্রম - হাড়ের নখ ভঙ্গুর হয়ে যাওয়া ক্যালসিয়ামের উৎস দুধের কথাই প্রথম মাথায় আসে ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে, আর তাতে ভুল নেই বিন্দুমাত্র। তবে মোডাল বলেন, উদ্ভিজ্জ উৎস থেকেও ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় যথেষ্ট। সবুজ পত্রল শাকসবজিতে দুধের থেকেও বেশি ক্যালসিয়াম পাওয়া সম্ভব। আর সেগুলো থেকে পাওয়া ক্যালসিয়ামের সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত শরীরে শোষণ হওয়া সম্ভব।”

কীভাবে বুঝবেন আপনার স্কিন ক্যান্সার হয়েছে কিনা?

স্কিন ক্যানসার বা চামড়ায় ক্যানসার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ায় ক্যানসার হলে আমরা বুঝতে পারি না। আর এর পরিণতি ভয়ানক হয়। চামড়ায় ক্যানসার এমন একটা রোগ, যা ছড়ায় তাড়াতাড়ি। আর বুঝতে দেরি হলেই পরিস্থিতি খারাপ হয়ে আপনার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কীভাবে বুঝবেন আপনার স্কিন ক্যানসার হয়েছে? চামড়ায় ক্যানসার হয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য

বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে। তবে চামড়ার ক্যানসার একেবারেই ফেলে রাখা উচিত নয়। এতে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। ১) যদি দেখেন আপনার শরীরের কোথাও চামড়ার কোনও একটু জায়গায় গোল দাগ হয়ে গিয়েছে, তাহলে বাড়বাড়ি হওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হতে পারে এটিই চামড়ার ক্যানসারের লক্ষণ। ২) চামড়ায় ক্যানসার হলে, চামড়ার

উপরিভাগে কালা, গোলাপি, লাল এবং ব্রাউন এই ধরনের দাগ দেখা যায়। এই সমস্ত দাগকে ভুলেও অবহেলা করবেন না। ৩) চামড়ায় এই ধরনের দাগ খুব ছোট হলেও অগ্রাহ্য করবেন না। দাগ ছোট হলেও তা ভয়ঙ্কর। ৪) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ার এরকম দাগে চুলকানি না জ্বলুনি দেখা যায়। এরকম কিছু বুঝলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যান।

ভিটামিন ডি’র অভাবে চুল পড়তে পারে

ভিটামিন ডি চুলের বৃদ্ধি ও ফলিকলের সুস্থতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। ভিটামিন ডি’র অভাবে চুল পড়তে পারে পুষ্টিহীনতায় ভোগার কারণে চুল পড়ার সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম ভূমিকা রাখে ভিটামিন ডি’র অভাব। চুল চক্রে ভূমিকা রাখে ভিটামিন ডি দা জার্নাল অব কসমেটিক ডার্মাটোলজি’তে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়, “ভিটামিন ডি চুলের ফলিকল বৃদ্ধি করে।” চুল চক্রে ভিটামিন ডি ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এটা চুল পড়ার ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে গবেষণায় বলা

হয়। যদিও ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে অবস্থিত ‘ডেনকাট সেটার ফর স্কিন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি’র গবেষকরা ভিটামিন ডি’র অভাব থেকে মাথায় টাক পড়ার সমস্যার সঙ্গে কোনো সরাসরি যোগসূত্র পায়নি। তবে তারা অতীতের একটি গবেষণাও উল্লেখ করে বলেন, “ভিটামিন ডি’র স্বল্পতা ‘অ্যালোপিশিয়া’ অর্থাৎ নারী ও পুরুষের এক ধরনের টাক পড়ার সমস্যাও শতাংশ ভূমিকা রাখে। চিকিৎসা-বিষয়ক ওয়েবসাইট ওয়েবএমডি ডটকম জানায়, এর ফলে চুলের ফলিকল স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কোষের বিকাশ প্রতিহত হয়। ত্বকের সুস্থতার জন্য ভিটামিন ডি এই গবেষণার বরাত

দিয়ে ‘ইট দিস নট দ্যাট ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ভিটামিন ডি ত্বক সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। যে কারণে মাথার ত্বক ভালো থাকে। আর এটা হতে পারে চুল পড়া কমার সম্ভাব্য কারণ ভিটামিন ডি চুলের ফলিকল বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সৌন্দর্য ও সুস্থতা বিশেষজ্ঞ ডা. র‍্যাভেল ককরান গ্যাদারস ‘মাইন্ড-বডি-গ্রিনস স্ক্রিন বিউটি স্কুল’য়ের আয়োজনে পডকাস্টের একটি পর্বে বলেন, “ভিটামিন ডি চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যা চুলের ফলিকল গঠনে সহায়তা করে।” তাই চুল পড়লে পুষ্টি কোনো অভাব হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারেও পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

এই যোগ ব্যায়াম গুলি ভালো রাখবে আপনার ফুসফুসকে



ফুসফুসের প্রধান কাজ অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্তে সরবরাহ করা এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেওয়া। যখনই ফুসফুস পর্যাপ্ত অক্সিজেনের জোগান দিতে পারে না, তখনই শরীরে তৈরি হয় নানা জটিলতা। নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ফুসফুসকে সুস্থ রাখে। বিশেষত হাঁপানি বা ক্রোনিক ব্রংকাইটিসের রোগীদের ফুসফুসের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম খুবই উপকারি। তাছাড়া ফুসফুসের এ ব্যায়াম মানসিক চাপ কমাতেও বহুলাংশে সাহায্য করে। মনের এবং শরীরের জোর বাড়াতে যোগাভ্যাসের উপর জোর দিন। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও এর কার্যকরিতা যথেষ্ট। যেভাবে ফুসফুসের যোগ ব্যায়াম করবেন

১. বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে বা প্রোন পজিশন হয়ে শোন। জোরে শ্বাস নিন। ৫-১০

সেকেন্ড ধরে রাখুন। এবার ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। এভাবে বারবার শ্বাস নিন আর ছাড়ুন। পজিশনটি করোনা রোগীর জন্য খুবই উপকারী। এটি আপনার ফুসফুস থেকে রক্তে অক্সিজেন বিনিময়ে সহায়তা করবে।

২. নাক দিয়ে বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিন। ৫-১০ সেকেন্ড ধরে রাখুন। মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। এভাবে ১০ বার করুন। শেষবার নাকে রম্মাল বা টিস্যু পেপার চেপে জোরে কাশি দিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। ব্যায়ামটি পুনরায় আরও একবার একই নিয়মে করুন। এটি আপনার ফুসফুসে অক্সিজেনের রিজার্ভ বাড়াতে সাহায্য করবে।

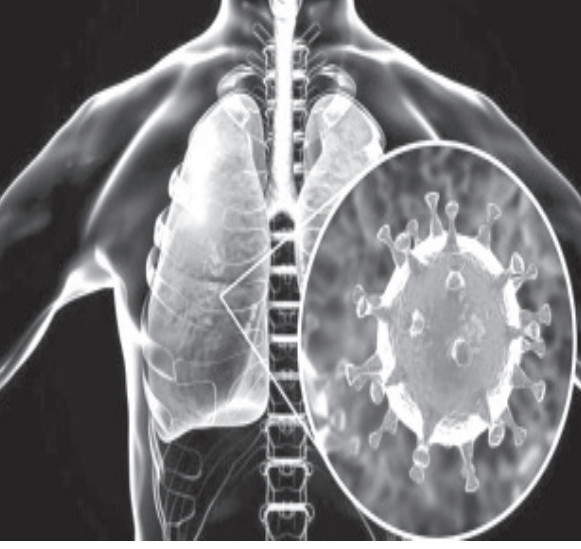
৩. শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়াতে দুই হাত সোজা করে পদ্মাসনে বসুন, মেরুদণ্ড সোজা রেখে নাক দিয়ে শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ুন। এক আঙুলে ডান দিকের নাক চেপে ধরে বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নিন।

এই পরীক্ষাগুলো বলে দেবে আপনার ফুসফুসে ক্যান্সার আছে কিনা

ধূমপান ও বায়ু দূষণ ফুসফুস ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তবে ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে কি না তা আগে থেকেই ঘরে বসে পরীক্ষা করতে পারবেন, এমনই দাবী ক্যানসার রিসার্চ ইউকে’র। এই ফিঙ্গার ক্লাবিং পরীক্ষার মাধ্যমে যে কেউই ফুসফুসের ক্যানসারের আগাম লক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারবেন। অনেকের নখে ফোলাভাব থাকে। যা মারাত্মক হতে পারে।

এই সংস্থার মতে, ফিঙ্গার ক্লাবিং টেস্টে আঙুল ও নখের ফোলাভাব খারাপ ইঙ্গিত দেয়। এর মাধ্যমেই স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানা বিষয় জানা যায়। যে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এই পরীক্ষার মাধ্যমে। বিশেষ করে ফিঙ্গার ক্লাবিং টেস্ট করে ফুসফুসের ক্যানসার ও মেসোথেলিওমা সম্পর্কে জানা যায়। গবেষণা অনুযায়ী, ফুসফুস ক্যানসার (নন-স্মল সেল) আক্রান্তদের প্রায় ৩৫ শতাংশই এই ফিঙ্গার ক্লাবিং প্রত্যক্ষ করেছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, থাইরয়েড, আলসারেটিভ কোলাইটিস ও ক্রনস ডিসিসের ক্ষেত্রেও ফিঙ্গার ক্লাবিং দেখা গিয়েছে। কীভাবে করবেন এই

টেস্ট? এই পরীক্ষা করার জন্য বৃদ্ধাঙ্গুল বা তর্জনীকে নখের দিক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে নিন। এর পর মাঝখানে একটি ডায়মন্ডের আকৃতি দেখা যাবে। কারও আঙুলে যদি এই ডায়মন্ডের আকৃতি সৃষ্টি না-হয়, তাহলে চিন্তার বিষয় হতে পারে। যদি এমনটি দেখেন তাহলে চিকিত্সকের পরামর্শ নিন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ফিঙ্গার ক্লাবিং দেখা দিতে বেশ কয়েক বছর আগে যায়। তবে ফুসফুসে লাম্পস বা টিউমার থাকলে এটি শিগগিরই দেখা দিতে পারে। ক্যানসার রিসার্চ ইউকে’র গবেষণা অনুযায়ী, আঙুলের অগ্রভাগের নরম কোষে তরল পদার্থ জমে ফুলে ওঠে। সেই স্থানে প্রয়োজনের বেশি রক্ত চলাচলের কারণে এমন হয়। তবে এটি ঠিক কেন হচ্ছে, তা আমরা এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায়নি। হয়তো টিউমার সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট রাসায়নিক বা হরমোনের কারণে এটি হতে পারে। যদি আপনি আশঙ্কা করেন ফুসফুস ক্যানসারের ঝুঁকি আছে তাহলে ধূমপান ত্যাগ করুন। চিকিত্সকের পরামর্শ নিন। বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখুন। এক্ষেত্রে বৃকের এক্স-রে করা হতে পারে, যাতে ফুসফুস ও হৃদযন্ত্র পরীক্ষা করা যায়।



স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার নিয়ম

স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার নিয়ম এই ভেজালের যুগেও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করতে চাইলে মেনে চলুন কয়েকটি পছা। কীটো ডায়েট, নিরামিষ বা উদ্ভিজ্জ খাবার- স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের নানান পছায় অনেকেই দ্বিধায় ভোগেন কোনটি হবে উপকারী। এই বিষয়ে শিকাগো’র ‘সিম্পল মিল’য়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যাটলিন স্মিথ বলেন, “স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া খুব একটা জটিল বা কঠিন কোনো বিষয় না।” ‘ওয়েলঅ্যান্ড ডট ডটকম’য়ের আয়োজনে এক কথোপকথন অনুষ্ঠানে এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, “স্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে অনেক হেঁচক চলে। তবে বিষয়টা

তাই ভোজ্য উৎস থেকে ক্যালসিয়াম সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে এমন খাবারে সংখ্যা নেহাত কম নয়। তবে সাধারণ মানুষের কাছে সবচাইতে পরিচিত উৎস হলো দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার। ‘ইটদিস ডটকম’ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার’য়ের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়, আট আউন্সের এক গ্লাস ১ শতাংশ দুধ থেকে পাওয়া যায় প্রায় ৩০৫ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিনিদ চাই ১০০০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম।

পালংশাক: এক কাপ পরিমাণ রান্না করা পালংশাক থেকে পাওয়া যাবে প্রায় ২৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। এর সঙ্গে আরও এক কাপের এক চতুথাংশ পরিমাণ যোগ করে যদি পুরোটো খাওয়া হয় তবে যতটুকু ক্যালসিয়াম পাবেন তার মাত্রা হবে এক গ্লাস দুধের চাইতে বেশি। আমন্ড মিঙ্ক: আমন্ড বা কাঠবাদামে ভালো পরিমাণ ক্যালসিয়াম থাকে। প্রতি আউন্স কাঠবাদামে প্রায় ৭৫ আউন্স। অপরদিকে এক কাপ ‘ফোর্টিফায়েড আমন্ড মিঙ্ক’ এর থেকে ভালো ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে। আট আউন্সের এক গ্লাস ‘আমন্ড মিঙ্ক’ দিতে পারে ৪৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম।



অত একটা জটিল প্রতিদিন যে খনিজ উপাদানগুলো শরীরের জন্য জরুরি, ক্যালসিয়াম তাদের মধ্যে অন্যতম। শরীরের হাড় সবল রাখতে ক্যালসিয়াম আবশ্যক। আবার ভিটামিন ডি শরীরে শোষণ করতে হলে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম থাকা জরুরি।

তবে গরুর দুধের চাইতেও আরও কিছু খাবার থেকে মিলবে ক্যালসিয়াম। টফু: মাত্র আধা কাপ ‘টফু’ থেকেই পাওয়া যেতে পারে ৪৩৪ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট। এক গ্লাস গরুর দুধের তুলনায় তা প্রায় ১০০ গ্রাম বেশি। চিজ দিয়ে রান্না করতে হয় এমন পদগুলোতে ‘টফু’ ব্যবহার করতে পারেন সহজেই।

কমলার রস: এক কাপ ‘ফোর্টিফায়েড’ বা আলোদাভাবে খনিজ উপাদান মিশ্রণ করা কমলার রসে পাওয়া যেতে পারে ৩৫০ মি.লি. গ্রাম ক্যালসিয়াম। দৈনিক চাহিদার ২৫ শতাংশই পূরণ হয়ে যাবে এখান থেকেই। আবার এই পানীয় থেকেই পেয়ে যেতে পারেন দৈনিক ভিটামিন সি সৈয়ের চাহিদার পুরোটুকু।

অ্যাসিডিটির সমস্যা দূরে রাখতে করণীয়



হজম প্রক্রিয়াতে ভূমিকা থাকলেও অ্যাসিডের ভারসাম্যহীনতা থেকে শরীর খারাপ করতেই পারে। আর অ্যাসিডিটির সমস্যায় ভোগেননি এরকম মানুষ হয়ত খুঁজেও পাওয়া যাবে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভাষায়, ‘হাই পারঅ্যাসিডিটি’ সারা পৃথিবীতে হওয়া সবচেয়ে সাধারণ রোগগুলোর মধ্যে একটি। এতে অতিরিক্ত পিঙ্গরস বা অ্যাসিড দেহে উৎপন্ন হয়ে আবার খাদ্যনালীতেই ফিরে আসে। এই সমস্যা এড়াতে কী খাওয়া হচ্ছে, কতটা খাওয়া হচ্ছে এবং কতবার খাওয়া হচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি বলে মনে করেন ভারতের ‘ভারতের ফুড বাই আনান্হাতা’র প্রতিষ্ঠাতা রাথিকা আইয়ার তালতি। তার পরামর্শ অনুসারে ‘ফেমিনা ডট ইন’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে অ্যাসিডিটি কমানোর উপায় সম্পর্কে জানানো হল। অতিরিক্ত মসলা এড়িয়ে চলা: অতিরিক্ত মরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, সরিষা বা অন্য যে কোনো গরম মসলার গুঁড়ার তৈরি খাবার হজম করা কঠিন এবং তা অ্যাসিডিটি

বাড়ায়। জিরা বা মৌরি পাকস্থলীর অ্যাসিড কমাতে চমৎকার কাজ করে। এক টেবিল-চামচ মৌরি বা জিরা এক জগ পানিতে ভিজিয়ে রেখে প্রতিবার খাওয়ার পরে পান করা অথবা চিবিয়ে খাওয়া যেতে পারে, এতে অ্যাসিড হ্রাস পাবে। নোনতা ও টক-জাতীয় খাবার এড়ানো: মসলাদার ভাজা পোড়া বা চটকদার স্বাদের খাবারে বাড়তি লবণ ও টক যোগ করা থাকে। যা খেলে পাকস্থলিতে অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়। পর্যাপ্ত পানি পান: প্রচুর পানি, কতবার খাওয়া হচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি বলে মনে করেন ভারতের ‘ভারতের ফুড বাই আনান্হাতা’র প্রতিষ্ঠাতা রাথিকা আইয়ার তালতি। তার পরামর্শ অনুসারে ‘ফেমিনা ডট ইন’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে অ্যাসিডিটি কমানোর উপায় সম্পর্কে জানানো হল। অতিরিক্ত মসলা এড়িয়ে চলা: অতিরিক্ত মরিচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, সরিষা বা অন্য যে কোনো গরম মসলার গুঁড়ার তৈরি খাবার হজম করা কঠিন এবং তা অ্যাসিডিটি

বাড়াতে পারে। ক্যাফেইন গ্রহণের পরিমাণ কমানো: খাবার তালিকা থেকে চা ও কফি পরিমাণ কমাতে হবে। অতিরিক্ত চা বা কফি পান বুক জ্বালা-পোড়া করা ও অ্যাসিডির মাত্রা বায়য়। খাবারের সময় নির্দিষ্ট করা: দিনে কমপক্ষে তিন বার খাওয়ার চেষ্টা করা এবং সন্ধ্যার পরে খাবার কম খাওয়া উপকারী। এতে হজম ক্রিয়া উন্নত হয় এবং অ্যাসিড হ্রাস পায়। মন খারাপ বা মানসিক চাপে খাওয়া ঠিক না: মানসিক অবস্থার কারণে অনেক সময় বেশি খাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। আর এই সময় পাকস্থলীর খাবার হজম করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। একটু সময় নিয়ে এবং চিবিয়ে খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই বসে, শান্ত মনে ও ধীরে খাবার খাওয়া উচিত। খাওয়ার পরে হাঁটা: প্রতিবার খাওয়ার পরে অন্তত দশ মিনিট হাঁটার অভ্যাস গড়ে তোলা উপকারী। এটা খাবারকে পাকস্থলীতে পৌঁছাতে ও দ্রুত হজমে সহায়তা করে।



গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগরতলায় সাফাই অভিযানে অংশ নেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবিঃ নিজস্ব।

জল ছাড়ার পরিমাণ কমাল দুর্গাপুর ব্যারেজ

বর্ধমান, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ কিছুটা কমানো হল। শনিবার সকাল ১.৫৫, ৪০০ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে আরও কিছুটা কমানো হল জল ছাড়ার পরিমাণ। সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আবহাওয়া যদি এরকমই থাকে, অর্থাৎ আর যদি বৃষ্টি না হয় তা হলে ধীরে ধীরে আরও কমানো হবে জল ছাড়ার পরিমাণ (অন্যদিকে শনিবার মাইখন ৭০ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। পাশ্বেত জল ছাড়ছে ৫৫ হাজার কিউসেক। অর্থাৎ দু’টি ভ্যাম মিলিয়ে মোট জল ছাড়া হচ্ছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার কিউসেক। শুক্রবার মাইথানে জল ছাড়ার পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১৫ হাজার কিউসেক। পাশ্বেত জল ছেড়েছিল ৩৫ হাজার কিউসেক। মোট দেড় লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল শুক্রবার। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করিমগঞ্জের ডেঙ্গারবন্দে জলজীবন মিশন প্রকল্পের উদ্বোধন

পাথারকান্দি (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের ‘ঘর ঘর নল ঘর ঘর জল’ প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশ জুড়ে জোর প্রচেষ্টা চলছে। এ থেকে বাদ যায়নি রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলাও। প্রধানমন্ত্রীর এই লক্ষ্য্যকে সামনে রেখে জলজীবন মিশনের আওতায় আজ শনিবার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াহিরপোয়া ব্লকের ডেঙ্গারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়কের এক নম্বর ওয়ার্ডে নবরূপে সাজিয়ে তোলা পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেঙ্গারবন্দের প্রবীণ নাগরিক মৌলানা জিয়াউদ্দিন আহমেদ, গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) সভানেত্রী পিঙ্কু বর্ধন, বিভাগীয় এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিরঞ্জন দাস, জিপি সভানেত্রীর প্রতিনিধি রথীন্দ্র বর্ধন, ওয়াড মেম্বার সাবির আহমেদ, কাদের বরাতপ্রাপ্ত চিকিদার বিশ্বজিৎ নাগচৌধুরী প্রমুখ এলাকার বহুজন। ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে অতিথিদের হাত ধরে প্রকল্পটির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে আজ। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রত্যেক বক্তা কেন্দ্রীয় ও রাজি় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁরা বলেন, জলের আরেক নাম জীবন। এই জল বিপুল না হলে বিপদ অনিবার্য। ফলে সরকারের মহৎ পদক্ষেপে ঘরে ঘরে বিপুল জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পাথারকান্দির প্রতিটি জিপি-তে বিপুল জলের বাজবস্থা করে দেওয়ায় সরকার এবং স্থানীয় বিধায়ক কৃষেন্দু পালকে ধন্যসবাহ জানানো উপস্থিতরা।

গান্ধিজির জন্মজয়ন্তী পালিত হল ফরাক্কা ব্যারেজে

ফরাক্কা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : গান্ধিজির জন্মজয়ন্তী পালিত হল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা। করোনাবিধি মেনে শনিবার ফরাক্কা ব্যারেজ গান্ধিজির জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এদিন গান্ধিমাটে প্রোজেক্ট জেনারেল ম্যানেজার রঙ্গস্বামী আজগেশন গান্ধি মূর্তিতে মালাদান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অজয় কুমার, সদীপ কুমার সহ অন্য আধিকারিক এবং কর্মচারীরা। বাপুজির জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে এদিন ব্যারেজের কর্মচারীদের নিয়ে বিতর্ক ও কুইজের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ছত্তিশগড় কখনই পঞ্জাব হবে না : ভূপেশ বাঘেল

রায়পুর, ২ অক্টোবর (হি.স.) : এই মুহূর্তে পঞ্জাবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কেউ মজা করছেন, কেউ আবার কংগ্রেস নেতৃত্বকে খোঁচা দিচ্ছেন। ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রমন সিং বলেছিলেন, ‘ছত্তিশগড় ধীরে ধীরে পঞ্জাব হয়ে উঠছে।’ ভূপেশ বাঘেল সরকারকে খোঁচা দিয়ে এই কথা বলেছিলেন রমন সিং। শনিবার রমন সিংকে উদ্দেশ্য করে ভূপেশ বাঘেল জানানলেন, ‘ছত্তিশগড় কখনই পঞ্জাব হবে না।’

এদিকে, ছত্তিশগড় থেকে কংগ্রেস বিধায়কদের দিল্লিতে যাওয়া প্রসঙ্গে ভূপেশ বাঘেল বলেছেন, ‘বিধায়করা নিজেদের ইচ্ছেতেই দিল্লিতে যাচ্ছেন।...তারা স্বাধীন।...এর সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক নেই।’

তৃণমূলে যোগ দিলেন জাতীয় স্তরের দুই প্রাক্তন খেলোয়াড়

পানাজি, ২ অক্টোবর (হি. স.) : দ্বীপরাজ গোয়ার বাসিন্দা, জাতীয় স্তরের দুই প্রাক্তন খেলোয়াড় যোগ দিলেন তৃণমূলে। শনিবার গোয়ায় তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারির হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার ডেনজিল ফ্রান্সো এবং গরিব আ্যোসিয়েশনের সহ-সভাপতি লেনি ডা গামা। ইতিমধ্যেই গোয়ায় সংগঠন চালা করার কাজে নেমেছে তৃণমূল। এবার ডেনজিল ফ্রান্সো এবং লেনি দা গামা এলেন তৃণমূলে। এদিন গোয়ায় মনোজ তিওয়ারি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ে়র হাত ধরে রাজ্যের শাসকদলে যোগদানের পর জানান, খেলাধুলার উন্নয়নে ভাল কাজ করছে তৃণমূল। সেই কাজে আগ্রহী হয়েই তারা যোগদান করলেন। তবে খেলার জগতের সঙ্গে যুক্ত কাজ ছাড়াও তৃণমূলে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে কাজ করতে চান বলেও জানান ফ্রান্সো। তৃণমূলের আরেক নতুন সদস্য লেনি দা গামা জানান, অনেক রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই খেলা নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু তাঁদের কারও কথাসেই তেমন আশঙ্ক হননি বরূং অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে যুক্ত লেনি। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের উপরই ভরসা তাঁর। গোয়ার আরও অনেকেই তৃণমূলে যোগদানে আগ্রহী বলে দলীয় সূত্রে খবর। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এবার মালগাড়িতে এসি কোচ

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : দেশে এবার পণ্য পরিবহণে চালু হল বাতানুকূল ট্রেন । ভারতে এমন মালগাড়ি প্রথম বার। আর তা চলছে পঞ্জাবের সানৈহওয়াল স্টেশন থেকে কর্নাটকের যশবন্তপুর পর্যন্ত। এই মালগাড়িটি চালাচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম রেল। এই মালগাড়িতে পরিবহণ হবে এমন সব জিনিস যা সারাক্ষণ ফ্রিজে রাখতে হয়। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো টুইট করে জানিয়েছেন, দেশে প্রথমবার বাতানুকূল মালগাড়িতে চকোলেট তৈরির কাঁচামাল, নুডলস, টোম্যাটো সস, স্ন্যাক্সের মত সামগ্রী বহণ করা হবে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০টি যাত্রীবাহী বাতানুকূল বগি দিয়ে এই মালগাড়ি বানানো হয়েছে। যাত্রী বহনের জন্য বাতিল হওয়া বগিতে বার্থগুলি খুলে তৈরি করা হয়েছে মালগাড়ি। রেলের দাবি, এর ফলে পণ্য পরিবহণের খরচ অনেকটাই কমিয়ে ফেলতে পারবে অনেক সংস্থা। কারণ, এত দিন এই ধরনের সামগ্রী তাজা অবস্থায় অনেক বেশি খরচ করে বিমানে নিয়ে যেতে হত। আর সাধারণ মালগাড়িতে গেলে অনেক পরিমাণে পণ্যনষ্ট হয়ে যেত। বাতানুকূল ট্রেন হওয়ায় এই মালগাড়ির গতিও তুলনায় বেশি হবে বলেও রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

কোভিডে স্বামীহারা কাছাড়ের ২৯ জনকে আড়াই লক্ষ, নিকটাত্মীয় ৬ জনকে ১ লক্ষ টাকা করে বণ্টন

শিলাচর (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলায় কোভিডে আক্রান্ত হয়ে স্বামী হারা ২৯ জন বিধবাকে আড়াই লক্ষ টাকা এবং ছয়জনের নিকটাত্মীয়কে এক লক্ষ টাকা করে বণ্টন করা হয়েছে। আজ শনিবার জেলাশাসকের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অর্থের চেক তুলে দেওয়া হয়।

‘প্রার্থনা’ প্রকল্পের অধীনে উপকৃতদের হাতে এই চেক তুলে দিয়ে সাংসদ রাজদীপ রায় বলেন, হঠাৎ করে পরিবারের উপার্জনকারীর কোভিডে প্রাণ হারানোর ফলে পরিবারগুলির সামনে যে বিপর্ষয় নেমে এসেছে তার মোকাবিলায় ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানোর এই ছোট্ট প্রয়াস সরকারের।

বিধায়ক দ্বীপায়ন চক্রবর্তী এবং বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদারের উপস্থিতিতে জেলাশাসক কীর্তি জন্নি তাঁর ভাষণে জানান, কোভিডে প্রাণ হারানো পরিবারগুলোর মধ্যে যারা আবেদন করেছিলেন তাঁদের সব কাগজপত্র যাচাই করে দেখা হয়েছে। যীদের যাবতীয় কাগজপত্র যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে, কেবল তাঁদেরকেই দুই দফায় অর্ধসাধ্য্য সরকারের ‘প্রার্থনা’ প্রকল্পের অধীনে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য কাছাড় জেলায় এবা আগে গত জুলাই মাসে ১৭ জন কোভিডে প্রাণ হারানো ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়কে আর্থিক অনুদান বিলি করা হয়েছে।

দিল্লিতে মোটসক্রিয় রোগী ৩৮৩, ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হলেন ৫৮ জন ও একজনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে করোনাইহরানে আক্রান্ত হলেন আরও ৩৩ জন। দিল্লিতে করোনা কেড়ে নিয়েছে আরও একজনের প্রাণ এবং ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছে ৫৮ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ জন, মৃত্যু হয়েছে একজনের ও ৫৮ জন সুস্থ হয়েছেন। দিল্লিতে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮৩। এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৪,১৩,৪৬২ জন এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৬৮,৯৩৩ জন। দিল্লিতে শনিবার পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৮৮ জনের। সংক্রমণের হার ০.০৫ শতাংশ।

লম্বিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক জয়শঙ্করের, নানা বিষয়ে বার্তালাপ উভয়ের

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : দিল্লিতে কলম্বিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিদেশমন্ত্রী মার্টা লুসিয়া রামিরেজের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। উভয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, বায়োটেকনোলজি এবং স্পেস নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, আমাদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান করবে এই শাক্ষ্যকরণ, বিশেষ করে এনার্জি, তথ্যপ্রযুক্তি, ফার্মা ও অটো সেক্টরকে উৎসাহ প্রদান করবে।

শনিবার কলম্বিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিদেশমন্ত্রী মার্টা লুসিয়া রামিরেজের সঙ্গে ভারতীয় বৈদ্যুতিক যানবাহনের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন এস জয়শঙ্কর। টুইটে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস, বায়োটেকনোলজি এবং মহাকাশের বিষয়ে বেশি করে মনোযোগ দিতে সম্মত হয়েছি আমরা।

এলজেপি-র প্রতীক রদ নির্বাচন কমিশনের, ব্যবহার করতে পারবেন না চিরাগ ও পশুপতি

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর (হি.স.) : লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)-র দলীয় প্রতীক রদ করে দিল নির্বাচন কমিশন। ফলে এলজেপি-র দলীয় প্রতীক আপাতত ব্যবহার করতে পারবেন না চিরাগ পাঙ্গোন ও পশুপতি কুমার পরস। চিরাগ ও পশুপতির মধ্যে চলমান বিবাদের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি)-র দলীয় প্রতীক রদ করা হচ্ছে। চিরাগ অথবা পশুপতির গোল্টার কেউ আপাতত প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না। উভয় গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিকালীন ব্যবস্থা হিসেবে তাঁদের গোল্টার নাম এবং প্রতীকগুলি যা প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে, তা নির্বাচন কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পুজোর দিনগুলিতে সারা রাত মেট্রো চলবে না, মিলবে না টোকেন

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি. স.) : পুজো আসতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। করোনা পরিস্থিতিতে উৎসবপ্রিয় বাঙালির কথা মাথায় রেখে পুজোয় একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। বাড়ানো হচ্ছে ট্রেনের সংখ্যা। তবে মিলবে না টোকেন। পুজোর দিনগুলিতেও যাত্রীদের যাতায়াত করতে হবে স্মার্টকার্ড ব্যবহার করেই। নাইট কার্ফু না থাকলেও পুজোর দিনগুলিতে সারা রাত মেট্রো চলবে না বলেও শনিবার জানিয়ে দিল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। যাত্রী স্বচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে কলকাতা মেট্রো আগামী ৪ অক্টোবর সোমবার থেকে কর্মব্যস্ত পাঁচদিন (সোমবার থেকে শুক্রবার) আরও ১০টি অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কবি সুভাষ এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে চলবে ৮৩টি আপ এবং ৮৪টি ডাউন ট্রেন। দিনের ব্যস্ততম সময়ে পাঁচ মিনিট অন্তর মেট্রো চলবে সোমবার থেকে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১১টা, বিকেলে ৪টা থেকে ৫টা, সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা আপে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে মেট্রো পাওয়া যাবে। অন্যদিকে সকাল ৯টা থেকে ১০টা, বেলা ১১টা থেকে ১২টা, বিকেল ৫টা থেকে ৬টা এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ডাউনে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মেট্রো পাওয়া যাবে। দক্ষিণেশ্বর, দমদম এবং কবি সুভাষ থেকে আগের মতোই দিনের প্রথম ট্রেন সকাল সাড়ে ৭টায় ছাড়বে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ ট্রেন ৯টা ১৮ মিনিটে এবং দমদম ও কবি সুভাষ থেকে সাড়ে

গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র ছাড়বেন না, এজেন্টদের নির্দেশ রাজ্য বিজেপির

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.) : ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ হল থেকে বেরবেন না।

তিন কেন্দ্রের ভোটের ফলপ্রকাশের আগে দলের কাউন্টিং এজেন্টদের এমনটাই নির্দেশ দিল রাজ্য বিজেপি। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল, খারাপ ফলাফলের ইঙ্গিত মিলতেই বখ কাউন্টিং এজেন্ট গণনাকেন্দ্র ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। সেই ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই নতুন নির্দেশিকা দিল বিজেপির রাজ্য সমস্ত এজেন্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গণনা কেন্দ্র ছেড়ে যাওয়া যাবে না। ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালের নির্বাচনী এজেন্ট সজল ঘোষ জানান, ১৪ টি টেবিলে গণনা হবে। বিজেপির মোট ৮০ জন এজেন্ট থাকবেন। এজেন্টরা যাকে কেউ গণনা শেষ হওয়ার আগে গণনাকেন্দ্র না ছাড়েন, তা নিশ্চিত করতেই আলাদা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল রবিবারই ভবানীপুর কেন্দ্রের উপনির্বাচন এবং রাজ্যের দুই কেন্দ্রের সাধারণ নির্বাচনের ফল ঘোষণা। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর জয় সময়ের অপেক্ষা। ব্যবধান কত হয়

সেটাই দেখার। বিজেপির অন্দরেও অনেকে ভবানীপুরের ফলাফল নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নন। যদিও দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেনছেন,“আমরা জনতার উপর ভরসা রেখেছি। যে ক্ষমতা আমাদের ছিল তার উপর দখল করেছি। আমাদের প্রার্থীও অসাধারণ লড়েছেন। ভবানীপুরে ভাল ফল হবে আমরা আশাবাদী।” এদিকে, পুজোর পরই রাজ্যের চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন। সেই চার কেন্দ্রে ভোট নিয়ে শনিবার রাজ্য দফতরে বৈঠক করেছে বিজেপি শিবির। চার কেন্দ্রের প্রার্থীর জন্য কুড়ি টি নাম জমা পড়েছে।

সেখান থেকে বাছাই করে ১২ টি নাম রাজ্য নেতৃ্দের তরফে পাঠানো হয়ে দিল্লিতে। সেখান থেকে চারজন প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। চার কেন্দ্রের উপনির্বাচন পরিচালনার জন্য সাংসদ, বিধায়ক ও দলের সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার উপনির্বাচন নিয়ে বৈঠকে দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, অর্জুন সিং ও অরিনাভ চক্রবর্তী উ পস্থিত ছিলেন। দিলীপ ঘোষ জানান, প্রতি কেন্দ্রে থেকে চার-পাঁচ জন করে নাম এসেছে। আমরা তিনটি করে নাম পাঠাবো।

ডিভিসি-র জল ছাড়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চিঠি লিখবেন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হি.স.) : ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের (ডিভিসি)-এর জল ছাড়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখবেন। শনিবার হাওড়া ও হুগলির প্রাবিত এলাকা আকাশপথে পরিদর্শন করে এসে নবাব্দে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী দায়ী করেন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের (ডিভিসি)-র বৈহিসবি জল ছাড়ার পদ্ধতিকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “যে ভাবে জল ছাড়া হয়েছে, তাকে ক্রাইম ছাড়া

হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে মাইখন বাঁধ থেকে। আবার বেলা একটায় এক লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়। রাত সাড়ে আটটার ছাড়া হয়েছে এক লক্ষ ২৫ হাজার কিউসেক জল। মুখ্যমন্ত্রী আরও দাবি করেছেন, ওই দিনই রাত তিনটায় বাড়াখণ্ড সরকার ৮০ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে আরও এক লক্ষ ২০ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন মমতা। ১ অক্টোবর সকাল আটটায় এক লক্ষ ৫০ হাজার জল ছাড়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। তার পর আরও এক লক্ষ ২৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। এ ছাড়াও, ওই দিনই দুদফায় এক লক্ষ ১০ হাজার ও ৯৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ১০ লক্ষ

কিউসেকের উপর জল ছাড়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রশ্ন, “কেন খাল সংস্কার হবে না? কেন বাঁধ মেরামত করবে না? কেন ড্রেজিং করা হবে না?” এমন জল ছাড়ায় হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর, আমতা, বাগনানী। হুগলির আরামবাগ পুরসভা, আরামবাগ ব্লক, খানকুল-১ ও ২, পুরগুড়া, বারুড়া, শহর, বড়জোতা, সোনামুখী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটল, দাসপুর, ভেবরা, পিংলা, সবং, পূর্ব মেদিনীপুরের পটশপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা কবলিত বলে দাবি করা হয়েছে। পাঁচ লক্ষ মানুষকে বন্যা কবলিত এলাকা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করিমগঞ্জের বরিষ্ঠ আইনজীবী আব্দুল খালিকের মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শোক ব্যক্ত

করিমগঞ্জ (অসম), ২ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বরিষ্ঠ আইনজীবী আব্দুল খালিক তালুকদারের মৃত্যুতে বিভিন্ন সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রাক্তন মন্ত্রী আবু সালেহ নজমুদ্দিন এক শোক বার্তায় প্রয়াত আইনজীবী আব্দুল খালেক বয়সে আমার খালেদ বড় ছিলেন। প্রতিনিয়ত তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। দুর্বলতার তিনি সব সময় সহযোগিতা করতেন। আব্দুল খালেক তালুকদারের মৃত্যুতে একজন আপসহীন সংগ্রামীৰ জীবনাবসান হল বলে শোক প্রকাশ করেন মজির উদ্দিন খান। ১৯৭৪ সালে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। জেলার একজন দক্ষ তথা নর্থ-ইস্টার্ন ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হওয়ার জন্য তিনি অসংখ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে শোক বার্তায় উল্লেখ করেন আবু সালেহ। নর্থ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তথা নর্থ-ইস্টার্ন ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়নাল উদ্দিন আহমেদ গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, প্রয়াত আইনজীবী আব্দুল খালেক দক্ষিণ করিমগঞ্জে খাগাইল অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নিজেকে উন্নয়নে জন্ম তিনি অপারগন অনেক সংগ্রাম করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা আর পূরণ হওয়ার নয়। তিনি

প্রয়াতের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিষদের সভাপতি তথা স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় অবসরপ্রাপ্ত শাখা প্রবন্ধক মজির উদ্দিন খান বলেন, আমরা একই গ্রামে বড় হয়েছি। প্রয়াত আব্দুল খালেক বয়সে আমার খালেদ বড় ছিলেন। প্রতিনিয়ত তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। দুর্বলতার তিনি সব সময় সহযোগিতা করতেন। আব্দুল খালেক তালুকদারের মৃত্যুতে একজন আপসহীন সংগ্রামীৰ জীবনাবসান হল বলে শোক প্রকাশ করেন মজির উদ্দিন খান।

১৯৭৪ সালে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। জেলার একজন দক্ষ তথা নর্থ-ইস্টার্ন ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হওয়ার জন্য তিনি অসংখ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। বারের কর্মকর্তা নির্বাচনে অভিজ্ঞ পোড়খাওয়া ওই আইনজ্ঞ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বারের বর্তমান সম্পাদক দুলুরঞ্জন দাস প্রয়াত আইনজীবী আব্দুল খালেক তালুকদার সম্বন্ধে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আজ থেকে পাঁচ দশক আগে যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না, তখন পায়ে হেঁটে বা সাইকেল ছাড়া চলাচলের বিকল্প খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। সেই সময় তিনি কালিগঞ্জ এলাকার খাগাইল অঞ্চল থেকে বর্তমান জেলা সদরে আইনজীবী হিসেবে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করতেন। বারের সভাপতি আতিকুল বারী

প্রাক্তন গভর্নমেন্ট গ্লিভার আব্দুল খালেক সম্পর্কে বলেন, অভিজ্ঞতা৷ দিক দিয়ে বর্তমান সময়ে প্রয়াত আইনজীবী আব্দুল খালেক তালুকদারের সমকক্ষ কোনও আইনজীবী বারে ছিলেন না। তিনি খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো প্রতিবারই তা ছিল তাঁর মধ্যে। বরিষ্ঠ আইনজীবী আব্দুল খালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা আবুল কালাম তাপাদার, আব্দুস সবুর তাপাদার, আইনজীবী তৃতিউর রহমান পাটিকর, আইনজীবী দাইয়ান আহমেদ, আইনজীবী হিফজুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। উল্লেখ্য, করিমগঞ্জ জেলার বরিষ্ঠ আইনজীবী আব্দুল খালেক তালুকদার শুক্রবার শিলারের গ্রিন হিলস নার্সিং হোমে শেষ নিঃ শ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন থেকে বার্ষিকজনিত রোগে ভু গুছিলেন তিনি। উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলারের গ্রিন হিলস নার্সিং হোমে ভরতি করানো হয়েছিল। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।



শিবম-যশস্বীর বিধবংসী ব্যাটিংয়ে জমল শেষ চারের লড়াই ! চেন্নাই সুপার কিংসকে হারিয়ে চমক রাজস্থানের

প্লে অফের আগে ধাক্কা খেল মহেন্দ্র সিং ধোনির চেমাই সুপার কিংস। ১৮৯ রানের পুঁজি নিয়েও আজ ডাহা ফেল সিএসকে বোলাররা। শিবম দুবে ও যশস্বী জয়সওয়ালের বিস্ফোরক ইনিংসে ভর করে রাজস্থান রয়্যালস স্মরণীয় জয় ছিনিয়ে নিল আইপিএলের হয়ে। জয়ের জন্য ১৯০ রানের টার্গেটে সঞ্জু স্যামসনের দল পৌঁছে গেল ১৫ বল বাকি থাকতেই, জয় এল সাত উইকেটে। চারটি করে চার ও ছক্কা মেরে ৪২ বলে ৬৪ রানে অপরাজিত রইলেন শিবম দুবে। ৮ বলে ১৪ রানে অপরাজিত থাকেন গ্লেন ফিলিপস। শার্দূল ঠাকুর ৪ ওভারে ৩০ রানের বিনিময়ে ২ উইকেট পেলেন।

চলতি আইপিএলে এদিন আবু

ধাবিতে সর্বাধিক রান তুলেছিল চেমাই সুপার কিংস। রাজস্থান রয়্যালস রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই বোড়ো ব্যাটিং চালিয়ে যেতে থাকে। ৫.২ ওভারে এডিন লুইস যখন শার্দূল ঠাকুরের বলে আউট হন তখন স্কোরবোর্ডে রাজস্থানের রান ৭৭। ২টিকরে চার ও ছক্কা হাঁকিয়ে ১২ বলে ২৭ রান করে আউট লুইস। বিধবংসী মেজাজে ব্যাট করে ৬.১ ওভারে দলের ৮১ রানের মাথায় প্যাড্লিডিয়ানে ফেরেন যশস্বী জয়সওয়াল। কে এম আসিফের বলে কট বিহািন্ত হওয়ার আগে যশস্বী করেন ২১ বলে ৫০। তাঁর ইনিংসে রয়েছে ৬টি চার ও তিনটি ছয়। সঞ্জু স্যামসন ২৪ বলে ২৮ রান করায় ১২ ম্যাচে তাঁর রান হল ৪৮০। চলতি আইপিএলে সর্বাধিক রানের তালিকায় স্যামসন রইলেন

আগে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে ব্ল্যাক প্যান্থার্স

অন্যতম সেরা দল। আমার মনে আছে, দুই বছর আগে তারা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) জিতেছিল। এবারও সেই দলের অনেকেই আছে। এটা যে কোনও দলের ক্ষেত্রে উপযোগী বিষয়। আমরা জানি তারা শক্তিশালী, কিন্তু তাদেরও কিছু সমস্যা আছে যা আমরা জানি। আমরা এখন মুখিয়ে রয়েছি মাঠে নেমে ভাল ফুটবল প্রদর্শন করতে। আমরা বিপক্ষের পারফরম্যান্স অনুযায়ী দলের ফুটবলারদের ব্লিঞ্চেঙ্কী ভাবে খেলতে হবে। বিপক্ষের শক্তিশালী দিক কোনটি এবং দুর্বলতা কোথায় কোথায় রয়েছে, সেই বিষয়ে দলের ফুটবলারদের ভালভাবেই বোঝানো হয়েছে। আমি মনে করি আমরা রবিবার একটি আকর্ষণীয় ম্যাচ উপহার দিতে পারব।” রাশিয়ান অনূর্ধ্ব-২১ দল এবং রাশিয়ার অন্যতম বড় ক্লাব স্পার্টাক মস্কোর সঙ্গে কাজ

তিনে। তিনি এদিন টপকে গেলেন শিখর ধাওয়ান (৪৬২) ও ফাফ দু প্লেসি (৪৬০)-কে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন লোকেশ রাহুল (৪৮৯)। দুই ওপেনার যে গতিতে রান তুলছিলেন অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে জুটি বেঁধে তা অব্যাহত রাখেন চারে নামা শিবম দুবে। তিনি ব্যাট করতে নামার সময় স্বয়ং সুনীল গাভাসকর পর্যন্ত মন্তব্য করেন যদি হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে সমস্যা হয় তাহলে দুবের দিকে নজর রাখতেই পারেন নির্বাচকরা। দুবের সামনেও ছিল নিজেকে প্রমাণের সুযোগ। সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকে দুবে অপরাজিত বোড়ো ইনিংস খেলে রাজস্থান রয়্যালসকে স্মরণীয় জয় উপহার দিলেন। চেমাই সুপার কিংসের বোলারদের আজ কার্যত ক্লাবস্তরে নামিয়ে আনলেন

রাজস্থানের ব্যাটাররা। আইপিএলে অধিনায়ক হিসেবে ২০০তম ম্যাচে পরাজয়ের পর মহেন্দ্র সিং ধোনি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রথম ৬ ওভারেই ম্যাচ জেতা নিশ্চিত করে ফেলেছিল রাজস্থান রয়্যালস। এই উইকেটে ২৫০ রান হয়তো নিরাপদ হতো। তবে এই ধরনের টুর্নামেন্টে এমন ফল হতেই পারে। নক আউটেও একেআরের খেলার মধ্যে কিছু রিজ়েতে অনেকবার দেখার পরও ক্যাচ মিস ও আস্পায়ারদের সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় তুলেছে। পঞ্জাবের যখন জিততে ৯ বলে ১১ রান দরকার, তখন শিবম মাভির বলে মিড উইকেটে মিস টাইম শট নেন পঞ্জাবের দলনেতা লোকেশ রাহুল। সঙ্গে সঙ্গে বাজপাখির মত উড়ে গিয়ে দূরন্ত ক্যাচ নেন রাহুল ত্রিপাঠি। রাহুল ওই ক্যাচটা সঠিকভাবে নিয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে থার্ড আস্পায়ারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। টিভি রিপ্ল়েতে অনেকবার দেখার পরও বোঝা যায়নি ক্যাচটা সঠিকভাবে নেওয়া হয়েছে, না হয়নি। প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায়, তৃতীয় আস্পায়ার অনিল দাভেকর শুধু একটা ফুটজের ওপর যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, রাহুল ক্যাচটা ধরার সময়

পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হেরে প্লে অফের আশায় ধাক্কা কলকাতা নাইট রাইডার্সের

দুবাই, ২ অক্টোবর (হিস) : শুক্রবার আইপিএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে হেরে প্লে অফের আশায় বড় ধাক্কা খেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই হারে পিছনে কেকেআরের খেলার মধ্যে কিছু রিজ়েতে অনেকবার দেখার পরও ক্যাচ মিস ও আস্পায়ারদের সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় তুলেছে। পঞ্জাবের যখন জিততে ৯ বলে ১১ রান দরকার, তখন শিবম মাভির বলে মিড উইকেটে মিস টাইম শট নেন পঞ্জাবের দলনেতা লোকেশ

রাহুল। সঙ্গে সঙ্গে বাজপাখির মত উড়ে গিয়ে দূরন্ত ক্যাচ নেন রাহুল ত্রিপাঠি। রাহুল ওই ক্যাচটা সঠিকভাবে নিয়েছেন কি না তা খতিয়ে দেখতে থার্ড আস্পায়ারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। টিভি রিপ্ল়েতে অনেকবার দেখার পরও বোঝা যায়নি ক্যাচটা সঠিকভাবে নেওয়া হয়েছে, না হয়নি। প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায়, তৃতীয় আস্পায়ার অনিল দাভেকর শুধু একটা ফুটজের ওপর যদি সিদ্ধান্ত নেন যে, রাহুল ক্যাচটা ধরার সময়

মাটিতে বল স্পর্শ করেছে, তাহলে আউট হননি লোকেশ। কিন্তু যে ফুটজের ওপর নির্ভর করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই ম্যাগনিফাইং ব্লাস জাতীয় ক্যামেরা এতই অস্পষ্ট ছিল যে তৃতীয় আস্পায়ারের এই সিদ্ধান্ত নেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কমেণ্টি বজ্জে বসে তৃতীয় আস্পায়ারের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে মাইকেল হোপ্টিং বলেন, আমি কিছুতেই রাহুলের ক্যাচের সিদ্ধান্তটা মেনে নিতে পারছি না। অন্য দা ব্লেগ থাকায়

রাহুলের ক্যাচটা পুরোপুরি বৈধ। সিদ্ধান্তটা যান্ত্রিক বলেও কটাক্ষ করেন কমেণ্টটার গ্রেম সোয়ান, গৌতম গম্ভীররাও। উল্লেখ্য, মজার কথা হল লোকেশ রাহুল যদি সেই সময় আউট হয়ে যেতেন তাহলে ম্যাচের ফল কিন্তু অন্যরকম হলেও হতে পারত। কেকেআর-র সামনে এখন একটাই পথ খোলা আছেই আগামী দুটি ম্যাচে বড় ব্যবধানে হোপ্টিং বলেন, আমি কিছুতেই রাহুলের ক্যাচের সিদ্ধান্তটা মেনে নিতে পারছি না। অন্য দা ব্লেগ থাকায়

লা লিগায় আজ অ্যাটলেটিকোর সামনে বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২ অক্টোবর (হিস) : আজ শনিবার লা লিগায় বার্সেলোনার মুখোমুখি অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। গিঞ্জমান, স্যুরেরজদের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট ঘরে তুলে আনসু ফাতি, মাল্কিন্স ডিপেরা। অ্যাটলেটিকোর ঘরের মাঠ ওয়াভা মেট্রোপলিটানোয় রোনাল্ডু কোম্যানের দলের লড়াইটা কিন্তু সহজ হবে না।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বেনফিকার বিরুদ্ধে হারের হ্যাং-ওভার কাটার আগেই আজ লা লিগায় বড় ম্যাচে নামতে হচ্ছে বার্সেলোনাকে। প্রতিপক্ষ গতবারের চ্যাম্পিয়ন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। স্প্যানিশ রোরার লড়াইয়ে এবার শুরু থেকেই ছন্দে দিয়েগো সিমিওনের অ্যাটলেটিকো। সাত ম্যাচের চারটেতে জিতে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে

টেবিলের চার নম্বরে লুই স্যুরেরজরা। টেবিল শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের থেকে মাত্র তিন পয়েন্ট দূরে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সান সিরোতে এসি মিলানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসের এভারেস্টে থেকে আজ বার্সেলোনার বিরুদ্ধে নামবে কোকে, স্যুরেরেজ, গিঞ্জমানরা। দলের ফরাসি তারকা থমাস লেমার ছাড়া সিমিওনের দলে চোট আঘাতের

সমস্যাও তেমন ভাবে নেই। অন্যদিকে লিগনেল মেসির ক্লব ছাড়া পরেই চেনা ছন্দে নেই বার্সেলোনা। লা লিগার ২৬ বারের চ্যাম্পিয়নরা লিগে এখনও অপরাজিত থাকলেও পয়েন্ট নষ্টের খেলায় লিগ টেবিলে নেমে এসেছে সাত নম্বরে। ছটি ম্যাচের তিনটেতে ড্র। রোনাল্ডু কোম্যানের দলের আত্মবিশ্বাসটাই তলানিতে ঠেকে গিয়েছে।

পরবর্তী ম্যাচে প্রথম একাদশে ফিরবেন শাকিব জানালেন কেকেআর কোচ ম্যাককালাম

দুবাই, ২ অক্টোবর (হিস) : পঞ্জাবের বিরুদ্ধে শুক্রবার রাতের ম্যাচটা হারার পরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে অফে যাওয়াটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পরবর্তী ম্যাচ জিততে এবার বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য শাকিব আল হাসানকে রিজার্ভ বৈধ থাকে প্রথম একাদশে ফিরিয়ে

আনতে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন ভক্তরা। আর তারপরেই কিছুটা হলেও সম্ভিত ফিরল কেকেআর ম্যানেজমেন্টের। কেকেআরের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম জানিয়ে দিয়েছেন পরের ম্যাচে দলে ফিরছেন শাকিব।

উল্লেখ্য, আইপিএলের এবারের আসরে মাত্র তিনটি ম্যাচে খেলার সুযোগ পেয়েছেন শাকিব আল হাসান, যার সবকটিই ছিল ভারতে। আরব আমীরশাহি

পর্বে কলকাতা নাইট রাইডার্স ইতিমধ্যেই পাঁচটি ম্যাচ খেলে ফেললেও একটিতেও সুযোগ পাননি তিনি। কেকেআর তাদের শেষ ম্যাচে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে হারের পরেই কলকাতার প্রধান কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ইঙ্গিত দিয়েছেন

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচে প্রথম একাদশে শাকিবের প্রত্যাবর্তন ঘটছে।

সূত্রের খবর শাকিবকে এবার টপ অর্ডারে খেলানোর জন্য ভাবনা চিন্তা করছে কলকাতা। ম্যাককালাম বলেন, “শাকিবও সুযোগ পাবে তাড়াতাড়ি। আমাদের হাতে অনেক অপশন আছে। টিম সেফার্ট এবারের সিপিএলে ভাল পারফরম্যান্স করেছে। আমরা আমাদের মিডল অর্ডারের শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে ওকে দলে নিয়েছিলাম।”

দিল্লির কাছে হেরে মুম্বইয়ের প্লে অফ সঙ্কটে

দুবাই, ২ অক্টোবর (হিস) : লো স্কোরিং ম্যাচ হলেও ছিল টানটান উত্তেজনা। আর সেই ম্যাচে হেরেই মুম্বইয়ের প্লে অফ কার্যত শেষের পথে। শ্রেয়াস আইয়ারের দূরন্ত ব্যাটে ভর করে দিল্লি ক্যাপিটালস মুম্বইকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল। সেই সঙ্গে রোহিত শর্মাদের প্লে অফের যোগ্যতা নির্ণয়েও বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা

দিল। প্রথমে ব্যাট করে মুম্বই ১২৯/৮-এর বেশি তুলতে পারেনি। জবাবে দিল্লি পাঁচ বল বাকি থাকতে হাতে চার উইকেট নিয়ে জয় ছিনিয়ে নিল। আগে ব্যাট করতে নেমে মুম্বই স্লো পিচে আরও একবার ব্যাটিং ব্যর্থতার মুখে পড়ে। আবেশ খান এবং অক্ষর প্যাটেলের সামনে সূর্যকুমার যাদব (২৬ বলে ৩৩)

বাদে কেউ দাঁড়াতে পারেননি। রোহিত শর্মা (৭), কুইন্টন ডিকক (১৯), সৌরভ তিওয়ারি (১৫), কায়রথ পোলার্ড (৬)রা ব্যর্থ। মছর পিচে শেষদিকে হার্দিক পাণ্ডিয়া (১৭), কুনাল পাণ্ডিয়া (১৩) এবং জয়ন্ত যাদব (১১) কোনওরকমে দলকে একশো পার করে দেন। দিল্লির হয়ে পেস-স্পিনে শনিবার ভারতীয়দের দাপট। আবেশ খান

এবং অক্ষর প্যাটেল দুজনেই মুম্বই ইনিংসকে কার্যত মুড়িয়ে নেন। দুজনেই নেন তিনটে করে উইকেট। আবেশ খানের শিকার রোহিত, হার্দিক এবং নাথান কুইন্টার নাইল। অন্যদিকে, অক্ষর প্যাটেল কুইন্টন ডিকক, সূর্যকুমা যাদব এবং সৌরভ তিওয়ারিকে আউট করে টপ অর্ডারে বড়সড় ধাক্কা হানেন।

নভেম্বরের শুরুতে জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ২ অক্টোবর (হিস) : আইএসএলে নামার আগে দুটো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চলেছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। জানা গিয়েছে, নভেম্বরের শুরুতে গোয়া এবং হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পারে লাল-হলুদ ব্রিগেড। সেইমতো ইতিমধ্যে কথাবার্তাও শুরু হয়ে গিয়েছে। গতবার আইএসএলে যোগদানের পর প্রস্তুতির জন্য মাত্র কয়েকদিন সময় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর বারবারই কোচ, ফুটবলারদের মুখে সেই কথা শোনা গিয়েছিল। এবারও ইস্টবেঙ্গলের আইএসএলে নামা নিয়ে কম জটিলতা হয়নি। দীর্ঘ টানা পোড়ো নের পর শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মেটে সমস্যা। দল গঠনের সময় এবারও কম পেয়েছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা।

খুবই কম সময়ের মধ্যে দেশীয় ব্রিগেড তৈরি করে এসসি ইস্টবেঙ্গল। যদিও বিদেশী বাছা নিয়ে ততটা তাড়াছড়ো করতে

চাননি তারা। সেপ্টেম্বরেই লাল-হলুদ শিবিরের ছয় বিদেশী বাছেন কর্তারা। রীতিমত চমক দেখিয়ে একের পর

বুলনের ধাক্কায় গোলাপি বলের টেস্টে চালকের আসনে ভারত

সিডনি, ২ অক্টোবর (হিস) : তৃতীয় দিনের শেষে বুলন গোস্বামীদের দাপটে ২৩৪ রানে এগিয়ে রইল ভারত। প্রথম ইনিংসে ৩৭৭ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন মিতালি রাজরা। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৪৩ রানে ৪ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। বুলন নিয়েছেন দুই উইকেট। শুরুতেই ওপেনার বেথ মুনিকে ফিরিয়ে দেন বাঞ্জলি পেসার। বাঁহাতি মুনিকে বোল্ড করেন বুলন। অন্য ওপেনার আলিসা হেলিকেও ফেরান তিনি। উইকেটরক্ষক তানিয়া ভাট্টায়ার হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন অজি ওপেনার। অস্ট্রেলিয়ার অন্য দুটি উইকেট নেন পূজা বস্করার। অধিনায়ক মেগ ল্যানিংকে আউট করেন তিনি। তাহলিয়া ম্যাকগ্রাকেও আউট করেন পূজা। দুই বোলারের দাপটে তৃতীয় দিনের শেষে ভাল জায়গায় ভারত। প্রথম গোলাপি বলের টেস্ট খেলতে নেমে মিতালিদের দাপট অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

সেইসঙ্গে কোচিং স্টাফেও রয়েছে চমক। দু একজন বাদে গোয়ায় লাল-হলুদ শিবিরে পৌঁছে গিয়েছেন সকলেই। আপাতত আটদিনের কঠিন কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন কোচ থেকে ফুটবলাররা। প্রস্তুতির জন্য এবার প্রায় একমাস সময় পাচ্ছেন লাল-হলুদ কোচ। ইতিমধ্যেই আইএসএলের দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়েছে তাদের। শোনাযাচ্ছে গোয়া এবং হায়দরাবাদই নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের পছন্দ। এই দুই দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে চাইছে তারা। যদিও কোনওকিছুই এখনও পাকা হয়নি। অক্টোবরে অবশ্য নয়, নভেম্বরের শুরুতেই দুটো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।

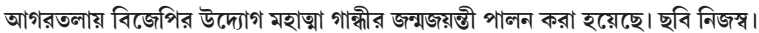
এভারটনের বিরুদ্ধে পয়েন্ট খোয়ালো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

ম্যানচেস্টার, ২ অক্টোবর (হিস) : এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট খোয়ালো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। গত ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ১-০ গোলে হারতে হয়েছিলো রেড ডেভিলদের। শনিবার এভারটনের বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে ওলে গানার সোলসবেরের দলকে।

ম্যাচের ফলাফল দুই দলের পক্ষেই ১-১। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে একটি মাত্র গোল করেন অ্যাছ্বনি মার্শিয়াল এবং এভারটনের হয়ে একটি মাত্র গোল করেন অ্যান্ড্রস টাউনসেন্ড। এভারটনের বিরুদ্ধে এদিন প্রথম থেকে ছিলেন না ম্যান ইউর পত্নীগীজ সেনসেশন ক্রিস্টিয়ানো

রোনাল্ডো। এডিনসন কাভানিকে নিয়ে সোলশার ম্যাচ শুরু করেন। প্রথমার্ধের ৪৩ মিনিটে এভারটনের বিরুদ্ধে এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেজের বাড়ানো পাস থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ২৫ বর্ষীয় ফরাসি ফরোয়ার্ড অ্যাছ্বনি মার্শিয়াল। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে

থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে সেই লীড ধরে রাখতে পারেনি রেড ডেভিলরা। ৬৫ মিনিটের মাথায় সমতা ফিরে পায় এভারটন। শেষ পর্যন্ত ১-১ ব্যবধানেই খেলা শেষ হয়। চ্যাম্পিয়ন্স লীগে ভিয়ারিয়ারদের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে ব্রাতা হয়ে উঠলেও এই ম্যাচে গোলের দেখা পেনেন না রোনাল্ডো।



কর্মসূচি তার অঙ্গ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এনএসএস স্বেচ্ছাসেবীর শুধু স্বচ্ছ ভ্রাতৃত্ব অভিযান কর্মসূচিতেই সীমাবদ্ধ রাখা হতো নিজেদেরকে। তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। স্বেচ্ছাসেবীদের সেবায়ুক্ত কাজের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মহাত্মা বালেন, গোটা বিশ্ব গোটা দেশ করণো ভাইসরা স্বক্ৰমণ জনিত পরিস্থিতিতে ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হয়ে। এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছ ভ্রাতৃত্ব বাধ্য রাখা খুবই জরুরী। সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষজনকে অসহ্য ভাৱে ভাব্যনাদের সামিল হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। তথ্য সস্কৃতি ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মহাত্মা শূশান্ত চৌধুরি নিজের স্বচ্ছ ভ্রাতৃত্ব অভিযানে হাত লাগান। কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে আড়ক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিস্ফুটিত হয়। তারা এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

পয়সা খরচ করে এসে সারাদিন কাটিয়ে দিনের শেষে ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। একরকমি প্রচুর মানুষের মধ্যেই একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রাণবন্ত আচার্যি প্রায় দেড় ঘণ্টা যাবৎ জমির রেজিস্ট্রির জন্য বাবার অফিসে এসে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি স্কোভের সাথে জানান যে, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী হয়েও কাজ করতে পারছেন না তাহলে সাধারণ জন কিতাবে পরিণে হবে কারো পাথে। সরকারের কাছে সাক্ষ্য মহকুমা শাসক কাৰ্যালয়ের কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য অতিসঙ্কল্প প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির অবসানের দাবী জানান তিনি। অবিলম্বে সারকম মহকুমা অফিসের অফিস কর্মী গণী ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে। গণবিক্ষোভ আত্রে পণ্ডতে পাত্রে বলে ইতিমধ্যে ইপ্সিত মিলেছে।

এনেডি.পি.এস মামলায় রাষ্ট্রক এবং দুর্ঘটনার কবলে পড়া গাড়ি গুলোকে পুলিশ বাহিনীর সম্মুখে রাখে অবশ্র কয়ে রেখেছে। যারা ফলে যে কোন মামলা বড়ো সড়ো দুর্ঘটনা ঘটর আশা থাকেই যাবে। ওই সব কোন গুলো জাতীয় সড়কের উপর রাখার ফলে পথচলতি সাধারণ মানুষ-জন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায় চলাচল করা বিভিন্ন যান চালকরা বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন।

যে কোন সময় বড়ো সড়ো পথ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গাড়িগুলো সরিয়ে সরিয়ে অন্যত্র রাখার দাবি জানিয়েছে বিভিন্ন মহল। গাড়ি কয়ে অন্যত্র সরিয়ে রাখে একদিকে যেমন যানচা এলাকা থেকে দুষ্টিনন্দন হবে ঠিক তেমনি দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে বলে অনেকাই অন্তিমত ব্যক্ত করেছেন।

আজকের ভারত গান্ধীজির স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথেই চলেছে। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে গান্ধীজির দেখানো পথেই গ্রাম স্বরাজ এবং উপর বিবেশবাহিনী গড়ে তুলতে চাচ্ছেন। জেলা পরিষদে সর্বশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে পদ্ম বালেন মহাশয়। গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে বিদেশি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের ডাক দিয়েছিলেন। তেমনি বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী লোকাল ফর ভোকাল এবং স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছে। গ্রামের উন্নয়ন হলেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব। সেদি দেখি দাতব্য কাজ করছে গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত। বিদ্যাক্ষর মীরাপুরে কিশোর দেববর্মা বলেন মহাশয় গান্ধীর অধিগার গান্ধীজির ছিলেন। মহাশয় গান্ধী ছিলেন ব্যারিস্টার হয়েও সাধারণ পোশাকে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে ভারতবাসীকে একত্ব করতে পেরেছিলেন। আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও স্বচ্ছ ভারত অভিযান হোক বা অন্য অন্যরকম ছদ্ম জনহিতকর কাজ বাস্তবায়ন জনআন্দোলন গড়ে তুলছেন। ভারতের ছবি ফুটিয়ে তুলছেন। অনুরোধ তথা-সম্মতি দেওয়ার এবং স্থানীয় শিল্পীর মতোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্টান পরিবেশন করেন। গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বসে আঁকে প্রতিযোগিতা তিনটি বিভাগে প্রথম স্থানীয় তৃতীয় স্থানধারিকার দ্বারা দেয় পুরস্কার তুলে দেন অভিথিরা অস্থিত্যে সভাপতিত্ব করেন। স্থানীয় সমাজসেবক যাবন মোহন। মহাশয় গান্ধী ১৫২ তম জন্মদিন আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদত্ত ভূগোল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পালন করা হ়। এ উপলক্ষে অন্তর্গতন হলে সার্কি হাউসে গান্ধী মূর্তি পাদদেশ করা। জাতিব জনক মহাশয় গান্ধীর জন্ম দিবস কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্য যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। উপলক্ষে সার্কি হাউসে গান্ধী মূর্তি পাদদেশকএক অনুরোধনো আয়োজন করা হয়। মহাশয় গান্ধীর প্রতিকৃতিতে অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভূগমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপসভা সাংগদ ডাক্তার শাবুন সেন সহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। গান্ধীজীর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এক রেলিগ আয়োজন করা হয়। রেলিগ একাধারক

সেই ঘটনার রেশ কাটতে ন
কাটতেই আজ ভোর পাঁচটা কুড়ি
মিনিটে- খিলপাড়
সো-অপারেটিভ সোসাইটির
সভাপতি, স্থানীয় ইয়ং সোসাইটির
ক্লাবের সভাপতি তথা গামতিয়
জেলা স্পোর্টসকমিটির কনভেনরর
এবং মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির
সদস্য সুজিৎ কুমার লোধপা
নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে
পড়েন। গামতিয় কনভেনরর
উল্লেখ থাকে যে ২০১৯ সালের
পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে

একই দিনে দুপুরে আগরতলা ভিত্তি
হাসপাতালের মর্গ থেকে পোস্টমর্টমের
পর দুপুরে উদয়পুরে শিখলপাড়া
স্থিত নিজ বাসভবনে।
নিখর হয়ে নিয়ে আসা এবং বলতে
গেলে একটি সময়ে উদয়পুর
টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা
হাসপাতালের মর্গ থেকে পোস্টমর্টমের
পর নিহত টিটু মিঞা
খাতিয়াংর সহ উদয়পুর শিখলপাড়া
স্থিত রাম সাহেও মহেশ খানগড়
মধ্য পাড়ে নিয়ে আসা পরে সৎকার

মালিঙ্গি, ২ অক্টোবর (হিস.)
জাতির জনক মহাশয় গান্ধী
জন্মভাষীতে খাদি স্টোরে থাকেন
খাদির সামগ্রী ফ্রয় করেন
বিভেজপনর ভাষীভাষীরা খাদি (জৈ)
পনি নাথান। একসময়ে জানানেন
স্বদেশী পণ্য বিশেষ করে খাদি
আমাদের সস্কৃতি ও স্বস্বাধীন
সঙ্গে যুক্ত করে। শনিবার উঠি করে
জে পি নাডা জানিয়েছেন
মৌদীজির আঘনির্ভর ভাত ও
ভোজাল ফর লোকাল আবেদন
খাদি উযোগো নতুন জীবন
প্রদান করেছেন। তিনি দেশবাসী
খাদি খাদির সামগ্রী ফ্রয়ের
অনুরোধ জানিয়েছেন।

ন্যাসিল্লি, ২ অক্টোবর (বি.স.): নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলে ভারতে প্রথম কমায়েই না কেঁদেছিল। ফের বাড়ল দৈনিক করোনো-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও ২০০-র উর্ধ্বে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নিবৃত্ত করে করোনোভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ২৪ হাজার ৩৫৪ জন। ফের ২৪ ঘণ্টায় কোভিড মৃত্যু হয়েছে ২৩৪ জনের। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনো-ফলক হয়েছে ২৫,৪৫৫ জন, মফল ভায়েছে ২৫ হাজার মোট সুস্থতার হার ৯৮.৬৮ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে—রোগী চিকিৎসাবীন করোনো-মোট সংখ্যা ২,৩০, ৮৮৯ জন (১৯৭ দিন পর সর্বনিম্ন সক্রিয় রোগী), বিগত ২৪ ঘণ্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,৩০৫ জন। বিগত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৪,২৯, ২৫৮।

কোভিড বাস্তু ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ২৪,৩৫৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনো-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯১ হাজার ০৬১ জন। এই হুতাশে শতাব্দের নিরিখে ০.৮১ শতাংশ রোগী চিকিৎসাবীন ব্যতীয়ে ছাড়িয়ে ৮৯.৭৪-কোটির গুণ্ডি হয়েয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় বাস্তু ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সপাল আটটা পর্যন্ত মোট ৮৯ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৫৫৪ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ৬৯ লক্ষ ৩৩ টিকা দেওয়া হয়েছে ৬৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮০৬ জনকে। কেন্দ্রীয় বাস্তু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২
অক্টোবরে। সঠিক পরিকল্পনার
অভাবে ও নিম্ন মানের কাজের
জন্য অসুবিধার সমুদানী হতে হচ্ছে
বহিঃখোজর সজী ব্যবসায়ীদের।
রাজাসরকার লোকজনদের
উন্নয়নসার্থে বিভিন্ন পরিকল্পনা
হাতে নিলেও কিছু সংখ্যক
লোকজনদের জন্য রাজ্য
সরকারের পরিকল্পনা
সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা।
এবনএকটি কাজ দেখাগেলো
বানাইখোজর সজী মার্কেটে। সজী
বিক্রেতাদের সুবিধার্থে
রাজাসরকারে আর্থিক
সহযোগিতায় প্রায় ৩৬
লক্ষটাকাব্যয় করে বহিঃখোজর
সজী মার্কেট নির্মানের কাজ
দেওয়াহলেও স্থানীয় বাসিন্দে প্রধান
চীড়ারক ও কাপড়ের দাতিত থাকা
ইঞ্জিনিয়ার নিজেদের
ভাণ্যাব্যয়েরা জন্য পরিকল্পনা
হারা নিম্নমানের কাজকের অর্থ
হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ
স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। গত ৩০ শে
সেপ্টেম্বর বিষাক্ত শঙ্কর রায়ে
হাতধরে ঘটকের সজী মার্কেট
স্টল উদ্ভেদন করাহ। উদ্ভেদন
শেষে শুকুবার ব্যবসায়ীদের
জগা বিপ্লবে দেখেহাওয়া। শনিবার
সাপ্তাহিক বাজারে সকালবেলার
সামান্য বৃষ্টিতে ক্ষতির সুদৃশিন
হতেহয়ছে। ব্যবসায়ীদের
সামান্যবৃষ্টিতে নাননির্মিত মার্কেট
স্টলে জলমগ্ন হয়েপেরে
এতকের ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ
সজী জলের নিচেতলিয়েযা বলে
অভিযোগ। অভিযোগের তীর
স্থানীয় পূর্বচড়কাই থাম
পুল্লারদেহন পধান নান্যাক পান
পান

হ্রদকর পদ্ম থেকে জানানো
 হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ২৩০
 জনের মৃত্যুর পর ভারতের
 কর্কাভিড-১৯ ভীরুরাশে মুক্ত
 হওয়া হয়েছে ৪,৪৮,৭৭৩ জন।
 ১.৩৩ শতাংশ।
 ভারতের মৃত্যুর সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে
 বাড়িয়ে চলেছে, শুক্রবার সার
 বেলা ভারতে করোনা-ক
 র্কাভিড-১৯ ৪,৪৮৫ জন। মু
 শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত
 ভারতে মোট সুস্থ হয়েছে ৩,৩০
 ৮৮,৫১২ জন। করোনা-রোগী
 ভীরুরাশে বিনিমেষে ৯.৭৬ শতাংশ
 করোনা সংক্রমণ কমছে।
 ভারত, এবার ১৩-হাজারের গতি
 হাড়াইল সংক্রমণ। বিগত ২৪
 ঘণ্টায় করোনা নতুন করে
 আক্রান্ত হয়েছে ১৩,৮৪৫ জন।
 এই সময়ে করোনা মৃত্যু হয়েছে
 ৪৫ জন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২
অক্টোবরে। সঠিক পরিকল্পনার
অভাবও ও নিম্ন মানের কাজের
জন্য অসুবিধার সমুদানী হতেছে
বহিঃখোজর সজী বাবাসায়ীদের।
রাজাসরকার লোকজনদের
উন্নয়নবার্থে বিভিন্ন পরিকল্পনা
হাতে নিলেও কিছু সংখ্যক
লোকজনদের জন্য রাজ্য
সরকারের পরিকল্পনা
সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা।
এবনএকটি কাজ দেখাগেলো
হানীথোডা সজী মার্কেটে। সজী
বিক্রেতাদের সুবিধার
রাজ্যসরকারে আর্থিক
সহযোগীতায় প্রায় ৩৬
লক্ষটাকাব্যয় করে বহিঃখোজর
সজী মার্কেট নির্মানের কাজ
দেওয়াহলেও হানীপনিকতে প্রধান
টিকারব ও কাকারবদিত থাকা
ইঞ্জিনিয়ার নিজেদের
ভাণ্যাব্যয়ের জন্য পরিকল্পনা
হারা নিম্নমানের কাজকের অর্থ
হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ
হানী বাবাসায়ীদের। গত ৩০ শে
সেপ্টেম্বর বিধায়ক শঙ্কর রায়ে
হাতেরে ঘটকের সজী মার্কেট
স্টল উন্মোচন করায়। উন্মোচন
শেষে শুক্রবার বাবাসায়ীদের
জগা বিধায়ে দেখেগেল। শনিবার
সাপ্তাহিক বাজারে সকালবেলার
সামান্য বৃষ্টিতে ক্ষতির সুদৃশিন
হতেহয়েছে বাবাসায়ীদের।
সামান্যবৃষ্টিতে নাননির্মিত মার্কেট
স্টলে জলমগ্ন হয়েপেরে
এতকের বাবাসায়ীদের অধিকা
সজী জনের নিবেতনিয়ে যাব বলে
অভিযোগ। অভিযোগের তীর
হানী পূর্ব চড়কই থাম
পুনায়নয়ন পধান নান্যাক পান

ভাগের ঠিকেরদার সোনামুড়ার
সান্দ্রা গনেশ দাস ও কাজের
সান্দ্রা দিয়ে থাকা কৃষিদপ্তরে
ইঞ্জিনিয়ার বাবু নিম্নমার্বে
কাজেরের বিপুল পরিমাণের
অর্থহাতিয়েনে বলে অভিযোগ
করাফলে সুল পেয়ে প্রভাবদিনের
যেবে ক্ষতির সম্মুখি হেছেছে
হানুয়ী সজী ব্যবসায়ী দের
অপবদিকে নবনির্মিত সজী
কোম্পানি ডিজেকাথার ফকে
বেরকোনেসাম বড়স দুর্গতান
আশাফা থেকেফাফা হানুয়ী
ব্যবসায়ীরা চাইছে প্রশান
ক্ষতরাত এনে সঠিক প্রক্ষেপ
করাফা এখন দেবার বিষয় কাজের
গুনগতমান যাচাইয়ে ও সজী
ব্যবসায়ীরে পূর্বাধিক প্রশান
করকার সাধনগত গুণাকার

নজর প্রতিদিন, চুড়াইবাড়ি, ২ অক্টোবর)। হাতে শুনা আর মার মার করে দিন পূর্বের বঙ্গালিদের শ্রেষ্ঠ পার্বন দুর্গা পূজা দুর্গা পূজার দিন মন এগিয়ে আসলে ও উত্তর জেলার জনমনে এরই সেই আনন্দ উজ্জাস নেই। দুর্গা পূজা উপলক্ষে দোকানিবাড়ি ইতিমধ্যে পনসা বাজিয়ে বসলেও উত্তর জেলার বাজার হাট গুলিতে ক্রোড়োদ্ভিদ আনাগোনা সেই বললেই চলে। পার্বন বাজার হাট গুলিতে ক্রোড়োদ্ভিদ সব্বাধিক থাকার কারণে সমস্যা পড়তে হচ্ছে ব্যাবাসীদের।

বঙ্গালিদের বার মাস তেরো দিন পার্বন। বার মাস তেরো পার্বনের মন মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ পার্বন হল দুর্গা পূজা। দুর্গা পূজা এলেই বঙ্গালিদের মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। দেবী দশ ভূজার মর্তে আগমন উপলক্ষ ইতিমধ্যে অর্ঘ্যমণী পাড়ায় পাড়ায় দেবীর পূজা মণ্ডপ তৈরী করে দেবীকে বসন করার জন্য চুড়াও প্রস্তুতি নেন। পূজার দিন গুলিতেও অর্ঘ্যমণী নুতন কাপড় সজ্জিত হয়ে দেবী দশ ভূজার পূজা মণ্ডপে

মাঝে রেখাগুলি রয়েছে বঙ্গালিদের মাঝে। অন্য পূজার বচাচকেনা করার জন্য ব্যবাসীরা পাচটা বছর অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকেন। অন্যান্য বছরের নামে এবারের মর্তবাণী দশ মর্ত ভূজাকে বরন করে নেবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় পূজা মণ্ডপ তৈরী করছেন। কিন্তু অন্যান্য বছর গুলির মত এবার যেন দেবীর মর্তে আগমন উপলক্ষে বঙ্গালিদের মনে সেই আনন্দে জোয়ার কম। কনোনা পরিস্থিতি কারনে মাঝে মাঝে মনে সেই আনন্দ যেন অনেকটা কম। অবিশ্বস্ত উত্তর জেলার মাঝে ধর্মনার শহর হল অন্যতম বাণিজ্যিক শহর। এই শহরের পাইকারী ব্যবসায়ী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরাও।

প্রতিবছর পূজার আগে পাইকারী ব্যবসায়ীদের মত ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা বহিঃ রাজ্যে পূজা দেন। বহিঃ রাজ্য থেকে রকমারি জিনিষ পত্র নিয়ে এজার প্রদান বাজিয়েও বনে। পূজার পোষা একমাস আগে থেকেই বচাচকেনা গুরু

[illegible]

৬ এর পাতায় দেখুন